রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ১৭, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ আষাঢ় ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১৭ জুন ২০০৮খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও, নং ১৫২-আইন/২০০৮।—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ১৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১২১ এর উপ-ধারা (১)(খ), ধারা ৩৫ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

## প্রথম অধ্যায়

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ১৬ নং অধ্যাদেশ);

(খ) "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ২(১) এ সংজ্ঞায়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা;

(গ) "আচরণ বিধিমালা" অর্থ সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচনী আচরণ) বিধিমালা, ২০০৮;

(ঘ) "ওয়ার্ড" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ২(১৩) তে সংজ্ঞায়িত ওয়ার্ড;

(ঙ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(চ) “ধারা” অর্থ অধ্যাদেশের ধারা;

(ছ) “নির্ধারিত” অর্থ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত;

(জ) “নির্বাচিত প্রার্থী” অর্থ এমন একজন প্রার্থী যাহাকে অধ্যাদেশের ধারা ৩৩ এর বিধান এবং এই বিধিমালার অধীন মেয়র অথবা কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন মর্মে ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে;

(৩৮৭৭)
মূল্য ঃ টাকা ৪৮.০০

(ঝ) “নির্বাচন” অর্থ মেয়র এবং কাউন্সিলরের প্রত্যক্ষ নির্বাচন;

(ঞ) “নির্বাচন কমিশন” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(ট) “নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল” অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৩৮ এর অধীন গঠিত নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল;

(ঠ) “নির্বাচনী এজেন্ট” অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৪ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচনী এজেন্ট;

(W) "নির্বাচনী এলাকা" অর্থ মেয়র, বা ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানা নির্ধারিত কোন এলাকা;

(ঢ) “নির্বাচনী দরখাস্ত” অর্থ বিধি ৫৪ এর অধীন দাখিলকৃত কোন নির্বাচনী দরখাস্ত;

(ণ) “নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল” অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৩৮ এর অধীন গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল;

(ত) “পোলিং অফিসার” অর্থ একটি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ৮ এর অধীন নিযুক্ত কোন পোলিং অফিসার;

(থ) “পোলিং এজেন্ট” অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৫ এর অধীন নিযুক্ত পোলিং এজেন্ট;

(দ) “প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী” অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি মেয়র অথবা কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

(ধ) “প্রার্থী” অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যাহার নাম মেয়র অথবা কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে;

(ন) “প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ” অর্থ প্রার্থিতা প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে বিধি ১০ এর অধীন নির্ধারিত কোন তারিখ বা উহার পূর্বের যে কোন তারিখ;

(প) “প্রিজাইডিং অফিসার” অর্থ কোন ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ৮ এর অধীন নিযুক্ত প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ফ) “ফরম” অর্থ বিধিমালার প্রথম তফসিলে বিধৃত ফরম;

(ব) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন);

(ভ) "বাছাইয়ের তারিখ" অর্থ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বিধি ১০ এর অধীন নির্ধারিত তারিখ;

(ম) "ভোটার" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যাহার নাম সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে;

(য) "ভোটার তালিকা" অর্থ ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১৮ নং অধ্যাদেশ) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা এবং ইহা উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৭ এর অধীন একটি ওয়ার্ডের ভোটার তালিকা;

(র) "ভোটগ্রহণের তারিখ" অর্থ নির্বাচনের জন্য বিধি ১০ এর অধীন নির্ধারিত ভোটগ্রহণের তারিখ;

(ল) "ভোটচিহ্ন প্রদান কক্ষ" অর্থ ভোটকক্ষের মধ্যে রক্ষিত একটি ছোট টেবিলসহ এমন একটি পর্দা ঘেরা স্থান যেখানে একজন ভোটার অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া ব্যালট পেপারে ভোটচিহ্ন প্রদান করিতে পারেন;

(শ) "মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ" অর্থ প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে বিধি ১০ এর অধীন নির্ধারিত মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ;

(ষ) "রিটার্নিং অফিসার" অর্থ বিধি ৫ এর অধীন নিযুক্ত একজন রিটার্নিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোন সহকারী রিটার্নিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(স) "সংরক্ষিত আসন" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কাউন্সিলরের আসন;

(হ) "সাধারণ আসন" অর্থ সংরক্ষিত আসন ব্যতীত, অধ্যাদেশের ধারা ৫ এর উপধারা (১) এর দফা (থ) এ বর্ণিত সাধারণ কাউন্সিলরের আসন;

(ড়) "সিটি কর্পোরেশন" বা "কর্পোরেশন" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ২(১৪) তে সংজ্ঞায়িত সিটি কর্পোরেশন বা কর্পোরেশন।

৩। **নির্বাচন কমিশন ও উহাকে সহায়তা প্রদান।**– (১) নির্বাচন কমিশন, অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে এই বিধিমালার অধীন সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং উহাতে বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(২) নির্বাচন কমিশন এই বিধিমালার অধীন উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের যে কোন ব্যক্তি বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত হইলে, উক্ত ব্যক্তি বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশিত দায়িত্ব পালন বা উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## নির্বাচন পরিচালনা

৪। **ভোটার তালিকা প্রণয়ন।**—(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, এইরূপে সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবেন বা করাইবেন যাহাতে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা থাকে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ভোটার তালিকা এইরূপে প্রণয়ন করিতে হইবে যেন প্রতিটি ওয়ার্ডের পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণের জন্য পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা থাকে।

৫। **রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ।**—(১) নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্তকর্তাগণের মধ্য হইতে একজন কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবে।

(২) নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে, সরকার বা যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সহকারী রিটার্নিং অফিসার এই বিধিমালার অধীন রিটার্নিং অফিসারের কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তা করিবেন এবং তিনি রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্তসাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, অধ্যাদেশ ও এই বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ-কর্ম তত্ত্বাবধান করিবেন এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

৬। **নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রত্যাহার।**—(১) নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনের সময়, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে, বা অন্য কোন সরকারী বা কোন স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে, যিনি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা, ভোট প্রদান বা গ্রহণে বাধা বা প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন বা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চালান অথবা কোন ভোটারের ভোটদানে হস্তক্ষেপ করেন বা করিবার চেষ্টা চালান অথবা কোনভাবে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা বা কোন ভোটারকে প্রভাবিত করেন অথবা নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার লক্ষ্যে অন্য কোন কাজ করেন, তাহাকে প্রত্যাহার করিয়া নিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ প্রত্যাহারকৃত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুসারে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রত্যাহার করে, সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন—

(ক) যদি অনুরূপ কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন ভোটকেন্দ্রে বা নির্বাচনী এলাকায় কর্মরত থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ উক্ত ভোটকেন্দ্র বা নির্বাচনী এলাকা ত্যাগ করিবার এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকার বাহিরে থাকিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(খ) দফা (ক) এ প্রদত্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোন সরকারী দায়িত্ব পালন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার ছুটি বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রত্যাহারকৃত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

৭। ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ।—(১) জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট উপ-নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত ভোটকেন্দ্রসমূহের একটি তালিকা প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত তালিকায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যে সকল এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করিবেন সেই সকল এলাকার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন।

(২) নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত তালিকা প্রয়োজনে সংশোধন বা পরিবর্তন সাপেক্ষে চূড়ান্ত করিবে এবং ভোটগ্রহণের তারিখের অন্যূন ২৫(পঁচিশ) দিন পূর্বে উক্ত চূড়ান্ত তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে এইরূপ স্থানকে ভোটকেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে না।

(৫) পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ যাহাতে পৃথকভাবে ভোট প্রদান করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকক্ষের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং প্রতিটি ভোটকক্ষে ভোটচিহ্ন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থান রাখিতে হইবে।

(৬) কোন প্রার্থীর মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থানে কোন ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে না।

৮। প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ইত্যাদির প্যানেল প্রস্তুত, নিয়োগ ও দায়িত্ব।– (১) রিটার্নিং অফিসার, তাহার অধিক্ষেত্রভুক্ত সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারের প্যানেল প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এলাকার সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে, তিনি যে শ্রেণী উল্লেখ করিবেন সেই শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের একটি তালিকা সরবরাহ করিবার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন এবং অনুরূপ অনুরোধের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ রিটার্নিং অফিসারকে তদ্‌নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা এবং কর্মচরীগণের একটি তালিকা সরবরাহ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার প্যানেল প্রস্তুত করিবার পর, প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরী নির্বাচন কমিশনে ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের নিকট লিখিত অনুরোধ করিবেন এবং উহার একটি কপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্যানেল হইতে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রিজাইডিং অফিসার বা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যিনি কোন প্রার্থীর অধীন বা পক্ষে কর্মরত আছেন বা ছিলেন।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার অধ্যাদেশ ও এই বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা করিবেন এবং ভোটকেন্দ্রের শৃংখলা বিধানের দায়িত্বে থাকিবেন।

(৫) ভোট গ্রহণ চলাকালে প্রিজাইডিং অফিসার তদকর্তৃক নির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্তরূপ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন।

(৬) এই বিধিমালার অধীন প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করা প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের কর্তব্য হইবে।

(৭) প্রিজাইডিং অফিসার কোন ঘটনা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করিতে পারে বলিয়া মনে করিলে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৮) কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার তাহার কর্তব্য পালনের জন্য ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে এমন কোন ব্যক্তিকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন যিনি নিজে কোন প্রার্থী নহেন, বা কোন প্রার্থীর সহিত সম্পর্কযুক্ত নহেন, এবং প্রিজাইডিং অফিসার কোন পোলিং অফিসারের অনুপস্থিতি, উহার কারণ এবং অনুরূপ অনুপস্থিতির কারণে তদস্থলে অপর কোন ব্যক্তিকে নিয়োগের বিষয় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর যথাশীঘ্র সম্ভব রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৯) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে বা উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার তাহার অনুপস্থিতি বা অক্ষমতার কারণ যথাশীঘ্র সম্ভব রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণের বা পোলিং অফিসারগণের মধ্য হইতে যে কোন একজনকে উক্ত প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

(১০) রিটার্নিং অফিসার, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, ভোটগ্রহণ চলাকালে যে কোন সময়, যে কোন প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসারকে তাহার দায়িত্ব পালন হইতে বিরত থাকিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আদেশ প্রদানের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৯। ভোটার তালিকা সরবরাহ।–(১) নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই উক্ত এলাকার ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবে।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে সরবরাহ করিবেন।

**১০। নির্বাচনের বিভিন্ন কার্যক্রমের তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি।—(১) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, সরকারী গেজেটে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিম্নবর্ণিত তারিখসমূহ নির্ধারণ করিবে, যথা ঃ—**

(ক) যে তারিখে বা যে তারিখের পূর্বে প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারিবেন;

(খ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ;

(গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সর্বশেষ তারিখ; এবং

(ঘ) ভোটগ্রহণের তারিখ যাহা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের অন্ততঃ পনের (১৫) দিন পরে হইবে।

(২) নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং রিটার্নিং অফিসার তাহার কার্যালয় ও সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে উক্ত প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি টাঙ্গাইয়া দিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, কোন উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপন জারীর প্রয়োজন হইবে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসার, তদ্‌কর্তৃক সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত সময়ের ব্যবধান রাখিয়া, মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, বাছাইয়ের তারিখ, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ ও ভোটগ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত নোটিশ বোর্ড ও স্থানসমূহে টাঙ্গাইয়া জারী করিবেন।

**১১। মনোনয়নপত্র আহ্বানের নোটিশ।**– বিধি ১০ এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর, রিটার্নিং অফিসার, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে, নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের আহ্বান জানাইয়া যথাশীঘ্র সম্ভব একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকিবে।

**১২। মনোনয়ন।**– (১) মেয়র নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের অন্য কোন ভোটার, অধ্যাদেশের ধারা ৯ (১) এর অধীন মেয়র নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন।

(২) অধ্যাদেশের ধারা ৯(১) এর অধীন কাউন্সিলররূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকিলে-

**(ক)** অধ্যাদেশের ধারা ৫(১) এর দফা (গ) **তে** উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর **পদের** জন্য ধারা ৩০ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন সমন্বিত ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত সমন্বিত ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনে কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন মহিলার নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন;

**(খ)** অধ্যাদেশের ধারা ৫(১) এর দফা (খ) **তে** উল্লিখিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর **পদের** জন্য ধারা ২৭ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন।

(৩) অধ্যাদেশের ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে, মনোনয়নপত্র–

(ক) মেয়র নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক', সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-২' এ দাখিল করিতে হইবে;

(খ) প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে; এবং

(গ) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করিতে হইবে, যথাঃ-

(অ) বিধি ১৩ অনুসারে জামানতের টাকা জমা প্রদানের প্রমাণ স্বরূপ ট্রেজারী চালান অথবা ব্যাংকের রসিদ অথবা রিটার্নিং অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত রসিদ ;

(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অধ্যাদেশের ধারা ৯ (২) বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে তিনি অযোগ্য নহেন মর্মে তাহার স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র;

(ই) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা থাকিবে যে, তাহাদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেন নাই; এবং

(ঈ) মেয়র বা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক প্রার্থী তাহার মনোনয়নপত্র যথাক্রমে ফরম 'ক', 'ক-১' বা 'ক-২' এর সহিত নির্ধারিত ফরমে হলফনামা, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ থাকিবে:-

(১) তদ্‌কর্তৃক অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি;

(২) বর্তমানে তিনি কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত আছেন কিনা;

(৩) অতীতে তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকিলে উহার রায় কি ছিল;

(৪) তাহার ব্যবসা বা পেশার বিবরণী;

(৫) তাহার আয়ের উৎস বা উৎসসমূহ;

(৬) তাহার নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায় এর বিবরণী; এবং

(৭) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তদকর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা তাহার উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ঐ সব প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ।

(৪) কোন ভোটার প্রস্তাবক হিসাবে অথবা সমর্থক হিসাবে মেয়র অথবা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটির অধিক মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করিবেন না এবং যদি কোন ভোটার অনুরূপ একাধিক মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে এইরূপ সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত একটি তারিখে বা উহার পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন।

(৬) কোন ব্যক্তি একই নির্বাচনী এলাকার জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৭) যদি কোন ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেন, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রথম বৈধ মনোনয়নপত্র ব্যতীত অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

(৮) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন এবং কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

১৩। জামানত।— (১) প্রতিটি মনোনয়নপত্রের সহিত, মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে দশ হাজার টাকা এবং কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকা জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান বা কোন তফসিলী ব্যাংকের রসিদ বা রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদ জমা দিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হইলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেওয়া না হইলে, রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবেন না।

(৩) রিটার্নিং অফিসার এই বিধির অধীন নগদে বা অন্য কোনভাবে জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ' তে বিধৃত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীন নগদ টাকা জমা দেওয়া হইলে উহার স্বীকৃতিস্বরূপ রিটার্নিং অফিসার ফরম 'গ' তে একটি রসিদ প্রদান করিবেন এবং উক্ত টাকা সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারী অথবা সোনালী ব্যাংকের কোন শাখায় জমা রাখিবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার, বা ক্ষেত্রমত, কোন প্রার্থী, এই বিধির অধীন সংশ্লিষ্ট খাতে টাকা জমা প্রদান করিবেন।

১৪। মনোনয়নপত্র বাছাই।—(১) প্রার্থীগণ, তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি, মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করিবার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তাঁহার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন বাছাইয়ের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মনোনয়নের ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি নিস্পত্তি করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার স্বীয় উদ্যোগে, অথবা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-বিধি (২) এর অধীন উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে, তদ্‌বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত তদন্ত পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,–

(ক) প্রার্থী মেয়র বা, ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলর হিসাবে মনোনীত হইবার যোগ্য নহেন; বা

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করিবার যোগ্য নহেন; বা

(গ) বিধি ১২ বা বিধি ১৩ এর কোন বিধান পালন করা হয় নাই; বা

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক নহে; বা

(ঙ) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (গ) এর অধীন হলফনামা দাখিল করা হয় নাই, বা দাখিলকৃত হলফনামায় অসত্য তথ্য প্রদান করা হইয়াছে, বা হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্যের সমর্থনে যথাযথ সার্টিফিকেট, দলিল, ইত্যাদি দাখিল করা হয় নাই ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, –

(অ) বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্র কোন প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করিবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুতর নহে এইরূপ কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং অনুরূপ ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধন করিবার জন্য সুযোগ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিয়া বা বাতিল করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত প্রত্যয়ন করিবেন এবং বাতিলের ক্ষেত্রে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবেন।

**১৫। মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।**– (১) বিধি ১৪(৩) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হইলে উক্ত প্রার্থী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখের দুই দিনের মধ্যে উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে উপ-বিধি (৩) এর অধীন নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা, বিধি 14 (৪) এর অধীন মনোনয়নপত্র গ্রহণ সম্পর্কে প্রদত্ত রিটার্নিং অফিসারের আদেশে সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখের দুই (০২) দিনের মধ্যে উপ-বিধি(৩) এ উল্লিখিত আপীলকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্বাচন কমিশন একজন সরকারী কর্মকর্তাকে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ করিবে এবং বিধি ১০ (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারীর সময়েই উক্ত নিয়োগের বিষয় সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(৪) মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল, সরাসরি অথবা যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, উহা দায়েরের তারিখ হইতে দুই দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করিতে হইবে এবং অনুরূপ আপীলের ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১৬। মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ।– (১) রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিবেন।

(২) বিধি ১৫ এর অধীন যদি কোন আপীল দায়ের করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত আপীলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নামের চূড়ান্ত তালিকা ফরম "ঘ" তে প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবেন।

১৭। প্রার্থিতা প্রত্যাহার।– (১) বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী তদকর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিশ, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন বা উহার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তদ্‌কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত কোন প্রতিনিধি মারফত দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোন নোটিশ কোন অবস্থাতেই প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রত্যাহারের কোন নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া রিটার্নিং অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নোটিশে প্রদত্ত দস্তখত প্রার্থীর, তাহা হইলে তিনি নোটিশের একটি কপি তাহার অফিসের কোন দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গাইয়া দিবেন।

১৮। কতিপয় কারণে নির্বাচন কার্যক্রম বাতিল বা স্থগিতকরণে রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা।— যেক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই বা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে নির্ধারিত তারিখে সম্পন্ন করা না যায়, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্তরূপ কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবেন এবং নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে, উক্তরূপ স্থগিত কার্যক্রম, প্রয়োজন হইলে, পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা নূতন তারিখ ধার্য করত সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

১৯। প্রতীক বরাদ্দ।—(১) যদি কোন পদের জন্য একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক প্রার্থী–

(ক) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল ২;

(খ) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল ৩; এবং

(গ) সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল 4

এ উল্লিখিত প্রতীকসমূহের মধ্যে তাহার পছন্দমত যে কোন একটি নির্বাচনী প্রতীক মনোনয়নপত্রে

উল্লেখ করিবেন।

(২) নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে, প্রার্থীগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রিটার্নিং অফিসার, যতদূর সম্ভব, প্রার্থীগণের পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উক্ত প্রতীক বরাদ্দ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে লটারীর মাধ্যমে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) যদি কোন নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা তফসিল ২ বা ৩ বা ক্ষেত্রমত ৪ এ প্রদত্ত তালিকায় উল্লিখিত প্রতীক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন উক্ত তালিকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নূতন প্রতীক সংযোজন করিতে পারিবে।

(৪) নির্বাচন কমিশন যেভাবে নির্দেশ দিবে, সেইভাবে রিটার্নিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া প্রকাশ করিবেন।

২০। ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু।—ভোট গ্রহণের পূর্বে কোন সময়ে যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ভোট গ্রহণ অবশিষ্ট প্রার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

২১। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন।—(১) যদি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা সংরক্ষিত আসনের কোন ওয়ার্ডের বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচনে বিধি ১৪ এর অধীন বাছাইয়ের পর মনোনীত প্রার্থী অথবা বিধি ১৭ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা কেবল একজন হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার বিধি ১০(১)(গ) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখের পর, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা উক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনের নিকট ফরম "ঙ" তে একটি বিবরণী প্রেরণ করিবেন।

(২) নির্বাচন কমিশন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২২। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন।—(১) যদি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা সংরক্ষিত আসনের কোন ওয়ার্ডের বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয়, তাহা হইলে উক্ত পদের জন্য ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১০ এর উপ-বিধি(১)(ঘ) এর অধীন ভোট গ্রহণের নির্ধারিত তারিখের অন্তত: দশ দিন পূর্বে উপ-বিধি (২) অনুসারে প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি সিটি কর্পোরেশনের কার্যালয়ের নিম্নবর্ণিত স্থানে প্রকাশ করিবেন, যথা :–

(ক) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নগরীর প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে; এবং

(খ) কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে।

(২) রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম ও ঠিকানা এবং বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম সম্বলিত একটি তালিকা ফরম "চ" অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রস্তুত করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত তারিখের পরের দিন, নির্বাচন

কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্টকে ফরম "চ" অনুযায়ী প্রকাশিত তালিকার একটি অনুলিপি সরবরাহ করিবেন।

২৩। ব্যালট মারফত ভোট।–কোন নির্বাচনে ভোটগ্রহণের প্রয়োজন হইলে, এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতিতে গোপন ব্যালট মারফত ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

২৪। নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ।–(১) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, মেয়র হিসাবে নির্বাচনের জন্য যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচনের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী লিখিতভাবে যে কোন সময়ে, তদকর্তৃক নিয়োগকৃত নির্বাচনী এজেন্ট বাতিল করিতে পারিবেন, এবং এইরূপে বাতিল করা হইলে অথবা নির্বাচনী এজেন্টের মৃত্যু ঘটিলে, উক্ত প্রার্থী উপ-বিধি (১), বা ক্ষেত্রমত, উপ-বিধি (২), এর বিধান অনুসারে অন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

(৪) কোন নির্বাচনী এজেন্টকে নিয়োগদান করা হইলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উক্ত নির্বাচনী এজেন্টের নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানাসহ অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) এই বিধির অধীন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ না করিলে, তিনি নিজেই তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বলিয়া গণ্য হইবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং একজন নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে, যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার বিধানাবলী তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৫। পোলিং এজেন্ট নিয়োগ।–(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচন আরম্ভ হইবার পূর্বে, প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য অনধিক একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, যে কোন সময়ে উপ-বিধি (১) এর অধীন নিয়োগকৃত পোলিং এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপে বাতিল করা হইলে বা পোলিং এজেন্টের মৃত্যু ঘটিলে, উক্ত প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগদান করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিবেন।

২৬। একই সংগে মেয়র ও কাউন্সিলরপদে নির্বাচন অনুষ্ঠান।–বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন ভোটগ্রহণের নির্ধারিত তারিখে একই সংগে মেয়র এবং কাউন্সিলর পদসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

২৭। ভোটগ্রহণের সময়সূচী।–রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের সময়সূচী নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত সময়সূচী সম্পর্কে, তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে, জনসাধারণকে অবহিত করিবেন।

**২৮। ব্যালট বাক্স।–(১)** রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সরবরাহ করিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার ফরম 'ঝ'-তে ব্যালট বাক্সের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে উক্ত হিসাব প্রদান করিবেন।

(২) কোন ভোটকেন্দ্রের কোন ভোটকক্ষে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে একই সময়ে একটির অধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার  করা যাইবে না।

(৩) ভোটগ্রহণ শুরু হইবার নির্ধারিত সময়ের অন্তত: আধা ঘণ্টা পূর্বে, প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করিবেন, যথা –

(ক) ব্যবহার্য প্রত্যেক ব্যালট বাক্স খালি রহিয়াছে;

(খ) উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণকে খালি ব্যালট বাক্স দেখানো;

(গ) খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবার পর উহা বন্ধ করিয়া প্রয়োজনে সীলমোহরযুক্ত করা ; এবং

(ঘ) ভোটারগণ অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারেন এইরূপ সুবিধাজনক স্থানে ব্যালট বাক্স রাখা যাহাতে উহা একই সময়ে তাঁহার নিজের এবং উপস্থিত প্রার্থীগণ বা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের দৃষ্টির আওতায় থাকে।

(৪) কোন ব্যালট বাক্স পূর্ণ হইয়া গেলে অথবা উহা ব্যালট পেপার গ্রহণের জন্য আর ব্যবহার করা না গেলে, প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যালট বাক্স নিশ্ছিদ্র করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবেন এবং উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অন্য একটি বাক্স ব্যবহার করিবেন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের প্রত্যেক ভোটকক্ষে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার জন্য এইরূপে প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক স্থানের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে প্রত্যেক ভোটার ব্যালট পেপার ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পূর্বে গোপনে উহা চিহ্নিত করিতে সমর্থ হন।

**২৯। ব্যালট পেপার ফরম।–(১)** মেয়র নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম ও প্রতীকসহ ফরম 'ছ'-তে ব্যালট পেপার ছাপাইতে হইবে এবং উহাতে তফসিল ২ এ উল্লিখিত সকল প্রতীক এবং বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন নির্বাচন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে D হাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে।

(২) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম ও প্রতীকসহ ব্যালট পেপার ফরম 'ছ-১' এ ছাপাইতে হইবে এবং উহাতে তফসিল-৩ এ উল্লিখিত সকল প্রতীক এবং বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন নির্বাচন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে উহাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে।

(৩) সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম ও প্রতীকসহ ব্যালট পেপার ফরম 'ছ-২' এ ছাপাইতে হইবে এবং উহাতে তফসিল ৪ এ উল্লিখিত সকল প্রতীক এবং বিধি 1 9 এর উপবিধি (৩) এর অধীন নির্বাচন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে উহাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে|

(৪) যদি একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম একই হয়, তাহা হইলে ব্যালট পেপারে উক্ত প্রার্থীগণের নামের সহিত তাহাদের পিতার নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) ভিন্ন ভিন্ন রঙের কাগজে ফরম 'ছ', ফরম 'ছ-১' এবং ফরম 'ছ-২' ছাপাইতে হইবে।

৩০। ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে প্রিজাইডিং অফিসারের ক্ষমতা।– (১) প্রিজাইডিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, একসংগে কতজন ভোটার একটি ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবেন তাহা নির্ধারণ করিবেন এবং উক্তরূপে অনুমোদিত ভোটার ও নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য সকলকে উক্ত ভোটকক্ষ হইতে বাহির করিয়া দিবেন, যথা :–

(ক) নির্বাচনে কর্তব্যরত কোন ব্যক্তি;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ, তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট ও প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট ;

(গ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি ;

(ঘ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নির্বাচনী পর্যবেক্ষক; এবং

(ঙ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার, উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুমোদিত ভোটারের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, একসঙ্গে যতজন ভোটারকে একটি ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করিবেন ততজন ভোটারকে একসঙ্গে ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে দিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটচিহ্ন প্রদানকক্ষে একাধিক ভোটারকে একসঙ্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না এবং প্রিজাইডিং অফিসার ভোটদানের গোপনীয়তা নিশ্চিত করিবেন।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে তাহার নিজের ভোট প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভোটচিহ্ন প্রদান কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ অনুযায়ী আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যগণ প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের ভিতরে বা বাহিরে কর্তব্যরত থাকিবেন এবং ভোটারগণের ভোটকেন্দ্রে যাতায়াত ত্বরান্বিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করিবেন।

৩১। ভোটকেন্দ্রের শৃংখলা রক্ষা।–(১) কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে অসদাচরণ করিলে অথবা প্রিজাইডিং অফিসারের কোন আইনসম্মত আদেশ পালনে ব্যর্থ হইলে উক্ত ব্যক্তিকে, প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশক্রমে, কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্র হইতে অপসারণ করিতে পারিবে এবং এইরূপে অপসারিত ব্যক্তি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত ঐদিন পুনরায় ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অপসারিত কোন ব্যক্তি যদি ভোটকেন্দ্রে কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভোটকেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী কোন ব্যক্তিকে তাহার ভোটদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩২। ভোটার সম্পর্কে আপত্তি।–(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা তাহাদের পোলিং এজেন্টগণ ভোট গ্রহণের বেষ্টনীতে কোন ভোটারকে লক্ষ্য করিয়া বা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভোট প্রদানে প্ররোচনামূলক কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না; তবে তাহারা নিম্নবর্ণিত কোন কারণে কোন ভোটার সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) যে ওয়ার্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের নাম নাই;বা

(খ) যে তালিকায় ভোটার হিসাবে উক্ত ব্যক্তির নাম রহিয়াছে বলিয়া তিনি দাবী করিতেছেন, তাহা মিথ্যা; বা

(গ) উক্ত ভোটার পূর্বে ভোট প্রদান করিয়াছেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন আপত্তির শুনানী গ্রহণ করিয়া উহার উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৩৩। ভোটপ্রদানের স্থান ও ভোটার কর্তৃক প্রদেয় ভোট সংখ্যা।–একজন ব্যক্তি যে ওয়ার্ডের ভোটার, তিনি কেবল সেই ওয়ার্ডের জন্য নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে নিম্নবর্ণিত সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) মেয়র নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে একটি ভোট;

(খ) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে একটি ভোট; এবং

(গ) সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে একটি ভোট।

৩৪। ভোটপ্রদান পদ্ধতি।–(১) ভোট প্রদানের জন্য কোন ভোটার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পর, উক্ত ভোটারকে মেয়র নির্বাচনের জন্য একটি, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য একটি এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে–

(ক) তাহার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বা অন্য কোন অঙ্গুলিতে অমোচনীয় কালি দ্বারা একটি চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে;

(খ) ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ ভোটারের ক্রমিক নম্বর এবং নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে; এবং

(গ) ব্যালট পেপারের পিছনে সরকারী সীলমোহর এবং প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষর নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইলে, সংশ্লিষ্ট ভোটারের ভোটার নম্বরের শেষ ছয়টি সংখ্যা ও নাম চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিয়া ভোটারের ক্রমিক নম্বর লিখিয়া রাখিবেন এবং উহাতে সরকারী সীলমোহর প্রদান করিবেন।

(৫) ভোটগ্রহণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত সরকারী সীলমোহর গোপন রাখিতে হইবে।

(৬) যদি কোন ভোটার অমোচনীয় কালির দ্বারা ব্যক্তিগত চিহ্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন অথবা পূর্ব হইতে তাহার অঙ্গুলিতে অনুরূপ চিহ্ন থাকে বা অনুরূপ চিহ্নের অবশিষ্টাংশ থাকে, তাহা হইলে সেই ভোটারকে কোন ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে না।

(৭) ব্যালট পেপার প্রাপ্তির পর, একজন ভোটার—

(ক) অবিলম্বে ভোটচিহ্ন প্রদান কক্ষে যাইবেন;

(খ) তিনি যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিতে চাহেন সেই প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত ব্যালট পেপারের সংশ্লিষ্ট স্থানটি প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত চৌকোণবিশিষ্ট একটি সীলমোহর দ্বারা চিহ্নিত করিবেন;এবং

(গ) অনুরূপভাবে প্রতিটি ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার পর উহা ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

(৮) প্রত্যেক ভোটার অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং তাহার ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পর অবিলম্বে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করিবেন।

(৯) যদি কোন ভোটার দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী অথবা অন্যভাবে এইরূপ অক্ষম হন যে, তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে ভোটপ্রদান করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাঁহাকে কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং উক্ত ভোটার উক্ত সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তির সাহায্যে এই বিধিমালার অধীন ভোট প্রদান করিবেন।

৩৫। আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার।—(১) কোন ব্যক্তি ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার চাহিবার সময় যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, উক্ত ব্যক্তি অন্যের নাম ধারণ করিয়াছেন এবং উক্ত অভিযোগ আদালতে প্রমাণ করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তিকে অন্যের নাম ধারণের ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করিয়া এবং ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে তাহার স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপসহি গ্রহণ করিয়া তাহাকে একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন উত্থাপিত প্রতিটি অভিযোগ প্রার্থী, বা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট, প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে দাখিল করিবেন।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করিবার সময় উক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা তদ্‌কর্তৃক ফরম "জ"-তে প্রস্তুতকৃত তালিকায় (অতঃপর আপত্তিকৃত ভোটসমূহের তালিকা বলিয়া উল্লিখিত) লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার উপর উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক চিহ্নিত এবং ভাঁজ করিবার পর উহা একই অবস্থায় কোন ব্যালট বাক্সে রাখিবার পরিবর্তে আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার লেবেলযুক্ত একটি পৃথক প্যাকেটে রাখিতে হইবে।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত ফিস রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার উহা সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে অথবা সোনালী ব্যাংকের কোন শাখায় সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দিবেন।

৩৬। নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার।– (১) যদি কোন ভোটার অসাবধানতাবশত তাহার ব্যালট পেপার এইরূপভাবে ব্যবহার করেন যে, উহা ব্যালট পেপার হিসাবে আর ব্যবহার করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে তিনি উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট অন্য একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত অসাবধানতার বিষয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে উক্ত ভোটারকে অপর একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবার জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, বা পোলিং অফিসারকে আদেশ প্রদান করিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপার স্বাক্ষর করিয়া বাতিল করিবেন।

(২) যদি কোন ভোটার ব্যালট পেপার পাইবার পর উহা ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে তিনি উহা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ফেরত দিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার উহা তাহার স্বীয় স্বাক্ষরে বাতিল করিবেন।

(৩) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করিবার পর যদি তিনি উহা ব্যালট বাক্সে প্রবেশ না করান এবং যদি উহা ভোটকেন্দ্রের কোন স্থানে অথবা উহার সন্নিকটে নষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরে উহা বাতিল করিতে হইবে।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার সকল নষ্ট এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপার সীলমোহরকৃত প্যাকেটে রাখিবেন এবং এইরূপ প্যাকেটে, মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, ওয়ার্ড নম্বরসহ, ভিন্ন ভিন্নভাবে নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা অংক ও কথায় লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৭। ভোটগ্রহণের সময় সমাপ্ত হইবার পর ভোটপ্রদান।– ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর যে ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর মধ্যে ভোটকেন্দ্র অবস্থিত সেই ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর ভিতর উপস্থিত ব্যক্তিগণ, যাহারা ভোট প্রদান করেন নাই অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তাহারা ব্যতীত অন্য, কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করা অথবা ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

৩৮। কতিপয় পরিস্থিতিতে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচন বন্ধ রাখিবার ক্ষমতা।—(১) নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে কোন ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ করিয়া উহা

রিটার্নিং অফিসারকে অবগত করাইবেন, যথাঃ-

(ক) প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে ভোটগ্রহণ এমনভাবে বাধাগ্রস্ত বা ব্যাহত হয় যে, উহা বিধি 2 7 এর অধীন ধার্যকৃত ভোটগ্রহণের সময়ে পুনরায় আরম্ভ করা সম্ভব নহে; বা

(খ) ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কোন ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হইতে বেআইনীভাবে অপসারণ করা হইলে বা দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা হইলে বা হারাইয়া গেলে বা এই পরিমাণ হস্তক্ষেপ করা হইলে যে, সেই ভোটকেন্দ্রের ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ভোটগ্রহণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে, রিটার্নিং অফিসার অবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করিবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত ভোটকেন্দ্রে নূতনভাবে ভোট গ্রহণের নির্দেশ দিবে, যদি না কমিশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, একই নির্বাচনী এলাকার অন্যান্য ভোটকেন্দ্রের ভোটের ফলাফলের দ্বারা ভোটকেন্দ্রটির নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

(৩) যেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (২) এর অধীন পুনরায় ভোট গ্রহণের আদেশ প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে,—

(ক) নূতন ভোটগ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন এবং কোন্ স্থানে এবং কোন্ সময়ের মধ্যে এইরূপে নূতন ভোটগ্রহণ করা হইবে তাহা স্থির করিবেন; এবং

(খ) এইরূপে নির্ধারিত তারিখ এবং স্থিরকৃত স্থান ও সময় সম্পর্কে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নূতন ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে, ভোট প্রদানের অধিকারী সকল ভোটারকে ভোট প্রদানের সুযোগ দিতে হইবে এবং উপ-বিধি (১) এর অধীন বন্ধকৃত ভোটের সময় প্রদত্ত কোন ভোট গণনা করা যাইবে না এবং এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুরূপ নূতন ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩৯। ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর করণীয়।–(১) ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হইবার পর, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিলে তাহাদের সম্মুখে প্রিজাইডিং অফিসার পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইবেন যে, ব্যালট বাক্স বা ব্যালট বাক্সসমূহ বিধি ২৮ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (গ)-তে বর্ণিত বিধান মতে যেভাবে বন্ধ করা হইয়াছিল সেই অবস্থায় অক্ষত রহিয়াছে এবং এইরূপে নিশ্চিত হইবার পর প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহের মধ্য হইতে সকল ব্যালট পেপার বাহির করিয়া লইবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহ হইতে ব্যালট পেপার বাহির করিয়া,–

(ক) মেয়র, সংরক্ষিত আসন এবং সাধারণ আসনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর

নির্বাচনের ব্যালট পেপারগুলি পৃথক করিবেন; এবং

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের পক্ষে সুস্পষ্টভাবে ভোট প্রদানের চিহ্নবিশিষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ নিম্নবর্ণিত ত্রুটিযুক্ত অবৈধ ব্যালট পেপার হইতে পৃথক করিবেন, যথা ঃ—

(অ) সরকারী সীলমোহর এবং প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষরবিহীন ব্যালট পেপার; বা

(আ) প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষর ব্যতীত অন্য কোন লিখন আছে অথবা সরকারী সীলমোহর এবং ভোট প্রদানের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন আছে অথবা কাগজের টুকরা বা যে কোন প্রকারের বস্তু সংযোজিত আছে এইরূপ ব্যালট পেপার; বা

(ই) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানের চিহ্ন বিহীন ব্যালট পেপার; বা

(ঈ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে একাধিক ভোট প্রদানের চিহ্ন আছে এইরূপ ব্যালট পেপার; বা

(উ) এইরূপ চিহ্ন যুক্ত ব্যালট পেপার পৃথক করিবেন যাহা হইতে ইহা স্পষ্ট নয় যে কাহার অনুকূলে ভোট প্রদান করা হইয়াছেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে ভোটচিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি দেখা যায় যে, ভোটচিহ্নটির অর্ধাংশের বেশি উক্ত প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত স্থানের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত ভোটচিহ্ন দুইজন প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত স্থানের মধ্যে সমান দুইভাগে বিভক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যালট পেপার বাতিল ব্যালট পেপার হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের পর প্রিজাইডিং অফিসার "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" নামাঙ্কিত প্যাকেট খুলিবেন এবং–

(ক) মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কোন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কোন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ভোটচিহ্ন প্রদত্ত ব্যালট পেপারগুলি পৃথক করিবেন; এবং

(খ) উপ-বিধি (২) এর দফা (খ) এর উপ-দফা (অ) হইতে (উ) তে বর্ণিত ত্রুটিযুক্ত ব্যালট পেপারগুলি পৃথক করিবেন।

৪০। ভোট গণনা।–(১) প্রিজাইডিং অফিসার, বিধি ৩৯ এর বিধান অনুযায়ী ব্যালট পেপারসমূহ যাচাই বাছাই করিবার পর, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিলে, তাহাদের উপস্থিতিতে,—

(ক) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত বৈধ সকল ভোট পৃথকভাবে গণনা করিবেন

এবং উক্ত "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" নামাঙ্কিত প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপারে যে সকল ভোট উক্ত প্রার্থীর বরাবরে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা প্রথমোক্ত ভোটের অন্তর্ভুক্ত করিবেন;

(খ) মেয়রের জন্য ফরম "ঞ"-তে, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরের জন্য ফরম "ঞ-১"- তে এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলরের জন্য ফরম "ঞ-২"-তে গণনার বিবরণী প্রস্তুত করিবেন;

(গ) মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যালট পেপার বৈধ ভোট এবং অবৈধ ভোট হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যালট পেপারসমূহ প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুইটি করিয়া মোট ছয়টি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন এবং উক্ত প্যাকেটসমূহের প্রত্যেকটিতে ভোট কেন্দ্রের নামসহ প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ও প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করিবেন, অত:পর এই প্যাকেট ছয়টিকে "------ ভোট কেন্দ্রের আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" নামাঙ্কিত একটি প্রধান প্যাকেটে রাখিয়া উহা সীলমোহরকৃত করিবেন; এবং

(ঘ) দফা (খ) এর অধীন প্রস্তুতকৃত বিবরণীসমূহ, "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" নামাঙ্কিত প্যাকেট এবং অন্যান্য কাগজপত্র ও দ্রব্যাদিসহ বিধি ৪১ এর বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পুনরায় ভোট গণনা করিতে পv রিবেন—

(ক) প্রয়োজন মনে করিলে স্বীয় উদ্যোগে; বা

(খ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা নির্বাচনী এজেন্টের বা পোলিং এজেন্টের সুনির্দিষ্ট লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে, যদি তাহার নিকট আবেদনটি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট দাবী করিলে, উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এর অধীন প্রস্তুতকৃত গণনার বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি তাহাদিগকে প্রদান করিবেন।

৪১। প্যাকেটে রক্ষণীয় কাগজপত্র, ইত্যাদি।– (১) প্রিজাইডিং অফিসার–

(ক) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটগুলি পৃথক প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন;

(খ) দফা (ক)-তে উল্লিখিত প্রতিটি প্যাকেট সীলমোহর করিয়া মুখ বন্ধ করিবেন এবং প্রতিটি প্যাকেটে রক্ষিত বৈধ ভোটের সংখ্যা এবং যে প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহার নাম ও নির্বাচনী প্রতীকের বিবরণী প্যাকেটের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করিবেন ;

(গ) মেয়র পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট সম্বলিত প্যাকেটগুলি একটি প্রধান প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন;

(ঘ) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট সম্বলিত প্যাকেটগুলি অন্য একটি প্রধান প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন;

(ঙ) সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট সম্বলিত প্যাকেটগুলি অন্য একটি প্রধান প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন; এবং

(চ) দফা (গ), (ঘ) এবং (ঙ)-তে বর্ণিত প্রধান প্যাকেটগুলি সরকারী সীলমোহর দ্বারা বন্ধ করিবেন এবং উহাতে রক্ষিত ছোট প্যাকেটের সংখ্যা নির্দেশ করিয়া প্রধান প্যাকেটের উপরে স্বাক্ষর করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে সকল অবৈধ ব্যালট পেপার গণনা করা হয় নাই সেইগুলি পৃথক প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন এবং প্যাকেটের উপরে উক্ত পদের নাম ও ব্যালট পেপারের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সরকারী সীলমোহর দ্বারা বন্ধ করিয়া উহার উপর স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি পৃথক প্যাকেটে রাখিয়া উক্ত কাগজপত্র ও দ্রব্যাদির বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন ও প্যাকেটগুলি সীলমোহর করিবেন, যথা :–

(ক) ইস্যুকৃত নহে এরূপ ব্যালট পেপারসমূহ (মুড়িপত্রসহ);

(খ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ;

(গ) নষ্ট এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ;

(ঘ) চিহ্ন প্রদত্ত ভোটার তালিকার অনুলিপিসমূহ ;

(ঙ) ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রসমূহ;

(চ) আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা;

(ছ) সরকারী সীলমোহর, ভোট মার্কিং সীল ও ব্রাস সীল; এবং

(জ) রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশ অনুসারে অন্যান্য কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার, মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম "ট" এ, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম "ট-১" এ এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে "ফরম ট-২" এ পৃথক ব্যালট পেপারের পৃথক হিসাব প্রস্তুত করিবেন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার এই বিধির অধীন তদ্‌কর্তৃক সীলমোহরকৃত ও স্বাক্ষরিত প্রতিটি বিবরণী এবং প্যাকেটের উপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট, যদি তাহারা উপস্থিত থাকেন ও স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন, এর স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৬) প্রিজাইডিং অফিসার তদ্‌কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্যাকেটসমূহে ভোট গণনার বিবরণী, ব্যালট পেপারের হিসাব এবং তদ্‌কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য রেকর্ড ও দ্রব্যাদি অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪২। **ফলাফল একত্রীকরণের নোটিশ, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে পুন:ভোট ইত্যাদি।**—(১) রিটার্নিং অফিসার ফলাফল একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে তারিখ, সময় এবং স্থান উল্লেখপূর্বক তদনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রার্থী এবং তাহাদের নির্বাচনী এজেন্টগণকে উপস্থিত থাকিবার লক্ষ্যে একটি লিখিত নোটিশ দিবেন এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং নির্বাচনী এজেন্টগণের সম্মুখে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত গণনার ফলাফল একত্রীকরণ করিবেন।

(২) ফলাফল একত্রীকরণ করিবার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনা হইতে বাদকৃত ব্যালট পেপারসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং যদি তিনি দেখেন যে, অনুরূপ কোন ব্যালট পেপার এইরূপে বাদ দেওয়া সঠিক হয় নাই, তাহা হইলে উক্ত ব্যালট পেপার দ্বারা যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করা হইয়াছে উহা তাহার পক্ষে প্রদত্ত ব্যালট পেপার হিসাবে উহাকে গণনা করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিধি 3 9 এর উপ-বিধি (২) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত কোন কারণে তিনি বাতিল করিতে পারেন এইরূপ ভোট ব্যতীত, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোটসমূহ একত্রীকরণ বিবরণীতে সামিল করিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (৩) এর অধীন বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ একত্রীকরণ বিবরণীতে পৃথকভাবে দেখাইবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার কোন ভোটকেন্দ্রের বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ পুনরায় গণনা করিবেন না, যদি না—

(ক) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট লিখিতভাবে প্রিজাইডিং অফিসারের গণনা সম্পর্কে আপত্তি করেন এবং রিটার্নিং অফিসার উক্ত আপত্তির যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন; অথবা

(খ) তিনি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ইহা করিতে আদিষ্ট হন।

(৬) যেক্ষেত্রে ফলাফল একত্রীকরণ বা ভোট গণনার পর দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে ভোটের সংখ্যা সমান হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সমভোট প্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যে পুনঃভোট গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করিবে।

৪৩। **ফলাফল একত্রীকরণ**, নির্বাচিত প্রার্থীর নাম **ঘোষণা,** রিটার্ন প্রস্তুত এবং উহার সত্যায়িত কপি সরবরাহ ইত্যাদি।– (১) রিটার্নিং অফিসার, বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র হইতে বিধি ৪১ এর উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত ভোট গণনার বিবরণী এবং ব্যালট পেপারের হিসাব প্রাপ্তির পর, বা বিধি ৪২ এর উপ-বিধি (৬) এর অধীন পুনঃভোট গ্রহণের ফলাফল পাইবার পর, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের কিংবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের উপস্থিতিতে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রত্যেকের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটসমূহ, আপত্তিকৃত ভোটসমূহ, মেয়রের জন্য ফরম 'ঠ', সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরের জন্য ফরম 'ঠ-১' এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলরের জন্য ফরম 'ঠ-২' তে একত্রীভূত করিবেন, এবং যে প্রার্থীর অনুকূলে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহাকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন গণনার ফলাফল প্রাপ্তির পর, উহা একটি গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও উপ-বিধি (১) এর অধীন একত্রীকরণের ফলে প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা উল্লেখ থাকিবে।

(৪) রিটার্নিং অফিসার, উপ-বিধি (২) এর অধীন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পর অবিলম্বে, নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্ধারিত ফরমে, একত্রীকরণ বিবরণীসহ, একটি নির্বাচনী রিটার্ন দাখিল করিবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে একত্রীকরণ বিবরণী এবং নির্বাচনের ফলাফলের রিটার্ন প্রস্তুত করিবার পর, অবিলম্বে যে সকল প্যাকেট ও বিবরণীর ফলাফল একত্রীকরণের জন্য খোলা হইয়াছিল সেইগুলিকে পুনরায় ভর্তি করিয়া সীলমোহর করিবেন, এবং উপস্থিত প্রার্থী ও তাহাদের নির্বাচনী এজেন্টগণকে, তাহারা ইচ্ছা করিলে, অনুরূপ প্যাকেটগুলিতে তাহাদের দস্তখত ও সীলমোহর প্রদানের জন্য অনুমতি দিবেন।

(৬) রিটার্নিং অফিসার, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের মধ্যে, যাহারা একত্রীকরণ বিবরণী ও রিটার্ন পাইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে **ফরম 'ঠ',** সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে **ফরম 'ঠ-১'** এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলরের **নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম 'ঠ-২' এ একত্রীভূত ভোট গণনার** বিবরণী ও নির্বাচনী রিটার্নের সত্যায়িত কপি সরবরাহ করিবেন।

৪৪। **ফলাফল গেজেটে প্রকাশ।**– রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর, নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত সকল প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি তালিকা ফরম "ড"-তে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত তালিকা নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং নির্বাচন কমিশন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সম্বলিত উক্ত তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৪৫। **জামানত ফেরত বা বাজেয়াপ্তি।**– (১) কোন প্রার্থীকে জামানতের টাকা ফেরত দিতে হইলে, রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত এবং সীলমোহরসহ অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হইবে।

(২) কোন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হইলে অথবা তিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিলে বা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার উক্ত প্রার্থিতার বিপরীতে প্রদত্ত জামানত উক্ত প্রার্থীকে বা জামানত প্রদানকারীর বৈধ প্রতিনিধিকে অনুরূপ বাতিল, প্রত্যাহার বা মৃত্যুর পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ভোটগ্রহণ ও ভোটগণনা সমাপ্ত হইবার পর যদি দেখা যায় যে, কোন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের এক অষ্টমাংশ অপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন, তাহা হইলে তাহার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারের অনুকূলে জমা করিতে হইবে।

(৪) কোন নির্বাচনের বৈধতার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল করা হইলে, উক্ত দরখাস্ত চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কোন জামানত কোন প্রার্থীকে ফেরত দেওয়া হইবে না বা উহা বাজেয়াপ্তও করা যাইবে না।

৪৬। **দলিলপত্র সংরক্ষণ,** জনসাধারণের পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রদান।– (১) রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, বিধি ৪১ এর অধীন প্রাপ্ত দলিলাদি সংরক্ষণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত সকল দলিল দস্তাবেজ, ব্যালট পেপার ব্যতীত, নির্ধারিত সময়ে ও শর্তাধীনে প্রত্যেক দলিল বাবদ একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে, অফিস চলাকালীন সময়ে পরিদর্শনের জন্য উম্মুক্ত থাকিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত দলিল, দস্তাবেজের অনুলিপি বা উহার উদ্ধৃতাংশ প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে সরবাহ করা যাইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) বা (৩) এর অধীন দলিলাদি পরিদর্শন বা অনুলিপি সরবরাহের দরখাস্তের সহিত পঁচিশ টাকা মূল্যের কোর্ট ফি সংযুক্ত করিতে হইবে।

৪৭। দলিলপত্রের ব্যবস্থাপনা।– নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ হইতে এক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর, অথবা, বিধি ৫৪ এর অধীন কোন নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করা হইলে, উহা নিষ্পত্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব নির্বাচন কমিশন যেরূপ নির্দেশ দিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে বিধি ৪৬ এর অধীন সংরক্ষিত দলিলপত্র ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

## নির্বাচনী ব্যয়

৪৮। **নির্বাচনী ব্যয়।**–'নির্বাচনী ব্যয়' বলিতে প্রচারপত্র বা প্রকাশনার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে ভোটারগণের নিকট কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অভিমত, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উপস্থাপনের জন্য ব্যয়িত অর্থসহ তাহার নির্বাচন পরিচালনার জন্য দান, ঋণ, অগ্রিম, জমা বা অন্য কোনভাবে পরিশোধিত অর্থ বুঝাইবে, তবে ইহা বিধি ১৩ এর অধীন প্রদত্ত জামানতের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৪৯। **সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় এবং উৎসের বিবরণী।**– (১) প্রত্যেক প্রার্থী মনোনয়নপত্রের সহিত তাহার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রদর্শনপূর্বক **ফরম "ঢ"** তে একটি বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন, যথা:–

(ক) নিজ আয় হইতে যে অর্থের সংস্থান করা হইবে উহার পরিমাণ এবং উক্ত আয়ের উৎস;

(খ) আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে কর্জ করা হইবে বা দান হিসাবে পাওয়া যাইবে এইরূপ সম্ভাব্য অর্থ এবং তাহাদের আয়ের উৎস ;

(গ) কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হইতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ; এবং

(ঘ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য এইরূপ অর্থ এবং উক্ত আয়ের উৎস।

**ব্যাখ্যা—এই উপ-বিধিতে "**আত্মীয়-**স্বজন"** অর্থ **স্বামী** বা স্ত্রী**, মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা,** ভ্রাতা বা ভগ্নি।

**(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীর** সহিত**, প্রার্থী** আয়কর দাতা হইলে, তাহার সম্পদ বিবরনী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাY পত্রের কপি সংযুক্ত **করিতে** হইবে।

**(৩) উপ-**বিধি **(১)** এর অধীন দাখিলকৃত বিবরনীর কপি, উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সম্পদ বিবর**ণী** সম্বলিত রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি রিটা**র্নিং** অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং উহার কপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

**(৪)** যদি **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে** উল্লিখিত **কোন উৎস** ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে কোন **অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি** অনু**রূপ অর্থ প্রাপ্তির পর তাৎক্ষণিকভাবে উহা নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের সহিত এইরূপে প্রাপ্ত অর্থ এবং প্রাপ্তির উৎস** উল্লেখ করিয়া **একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন এবং** অনুরূপ **সম্পূরক বিবরণীর একটি কপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনে**র নিকট **প্রেরণ করিবেন।**

**৫০।** নির্বাচনী **ব্যয়ের সীমা।– (১) মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-**

**(ক) মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে—**

**(অ) ব্যক্তিগত খরচ বাবদ,** অনধিক পাঁচ লক্ষ ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে **অনধিক** পঁচাত্তর হাজার টাকা, পাঁচ লক্ষ এক হইতে দশ লক্ষ ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে **অনধিক** এক লক্ষ টাকা, দশ লক্ষ এক হইতে বিশ লক্ষ ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে **অনধিক এক** লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং বিশ লক্ষ এক ও তদ‌‌ ধর্ব ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে **অনধিক দুই** লক্ষ টাকা **ব্যয় করিতে পারিবেন; এবং**

**(আ) নির্বাচনী ব্যয় বাবদ,** অনধিক পাঁচ লক্ষ ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে **অনধিক** পাঁচ লক্ষ টাকা, পাঁচ লক্ষ এক হইতে দশ লক্ষ ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে **অনধিক** সাত লক্ষ টাকা, দশ লক্ষ এক হইতে বিশ লক্ষ ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে **অনধিক** দশ লক্ষ টাকা এবং বিশ লক্ষ এক ও তদুর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে **অনধিক** পনের লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।

**(খ)** কাউন্সিলর **পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে -**

**(অ) ব্যক্তিগত খরচ বাবদ, অনধিক** পনের হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে **অনধিক** দশ হাজার টাকা, পনের হাজার এক হইতে ত্রিশ হাজার

ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে **অনধিক** বিশ হাজার টাকা, ত্রিশ হাজার এক হইতে পঞ্চাশ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে **অনধিক** ত্রিশ হাজার টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার এক ও তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে **অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন; এবং**

(আ) **নির্বাচনী ব্যয় বাবদ, অনধিক** পনের হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা, পনের হাজার এক হইতে ত্রিশ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে **অনধিক** এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা, ত্রিশ হাজার এক হইতে পঞ্চাশ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে **অনধিক** দুই লক্ষ টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার এক ও তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে **অনধিক** দুই লক্ষ **পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।**

(২) কোন **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচ**নী এজেন্ট **ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত প্রার্থীর নির্বাচন বাবদ কোন অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না ।**

**(৩) উপ-বিধি (১)** এ উল্লিখিত **অর্থ** বা উহার **কোন অংশ নিম্নবর্ণিত কোন কাজে ব্যবহার করা যাইবে না, যথাঃ—**

(ক) **একাধিক রঙের** পোস্টার **ছাপাইবার জন্য; বা**

(খ) **নির্ধারিত সাইজ হইতে বড় সাইজের** পোস্টার **ছাপাইবার জন্য; বা**

(গ) **গেইট, তোরণ বা ঘের তৈরীর জন্য; বা**

(ঘ) চারশত **বর্গফুটের অধিক আয়তন বিশিষ্ট প্যান্ডেল স্থাপনের জন্য; বা**

(ঙ) **একটি** ওয়ার্ডে জনসভা অনুষ্ঠান**স্থল** ব্যতিরেকে **একই সঙ্গে তিনটির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড** স্পীকার **নিয়োগ বা ব্যবহার করিবার জন্য; বা**

(চ) **ভোটের জন্য ধার্য তারিখের তিন সপ্তাহ** পূর্বে **যে কোন সময় যে কোন প্রকারের নির্বাচনী প্রচার শুরু করিবার জন্য;বা**

(ছ) **সিটি** কর্পোরেশনের **কোন ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনী** ক্যাম্প **বা অফিস, বা কোন নির্বাচনী এলাকায় একাধিক কেন্দ্রীয়** ক্যাম্প **বা অফিস স্থাপনের জন্য; বা**

(জ) **ভোটারদের যে কোন প্রকারের আপ্যায়নের জন্য; বা**

(ঝ) **কোন মিছিল বাহির করিবার লক্ষ্যে ট্রাক, বাস, মিনি বাস, কার, ট্যাক্সি, মটর সাইকেল,** স্পীড**বোট,** নৌযান, **ইত্যাদি** ব্যবহারের জন্য; বা

(ঞ) **কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে ভোটারদের আনা নেওয়ার জন্য যে কোন প্রকারের যানবাহন বা জলযান ভাড়া করা বা ব্যবহারের জন্য; বা**

(ট) **যে কোন প্রকার বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া আলোকসজ্জার জন্য; বা**

(ঠ) প্রার্থীর একাধিক রঙের প্রতীক বা প্রতিকৃতি ব্যবহারের জন্য; বা

(ড) প্রার্থীর একাধিক রঙের প্রতীক বা প্রতিকৃতি প্রদর্শনের জন্য; বা

(ঢ) নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে কালি বা রঙ দিয়া বা অন্য কোন প্রকারে লিখিবার জন্য; বা

(ণ) মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন প্রার্থী প্রতিটি ওয়ার্ডে একের অধিক এবং কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন প্রার্থী অনধিক পনের হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে অনধিক দুই এর অধিক এবং পনের হাজার এক ও তদর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে অনধিক তিন এর অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প অথবা অফিস স্থাপনের জন্য; এবং

(ত) ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস পরিচালনার জন্য।

(৪) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, ব্যক্তিগত খরচ বাবদ অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাত দিনের মধ্যে, অনুরূপ খরচের একটি বিবরণী তাহার নির্বাচনী এজেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) প্রত্যেক নির্বাচনী এজেন্ট, যেক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ পাঁচশত টাকার নীচে সেইক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য সকল ক্ষেত্রে, বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত একটি বিল এবং নির্বাচনী ব্যয় হিসাবে পরিশোধিত প্রতিটি ব্যয়ের হিসাব প্রত্যয়ন করিবেন।

৫১। নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব তফসিলি ব্যাংকে সংরক্ষণ।—প্রত্যেক নির্বাচনী এজেন্ট বা যেক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনী এজেন্ট হন, সেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী—

(ক) ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত, বিধি ৫০ এর অধীন নির্বাচনী ব্যয় পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোন তফসিলী ব্যাংকে একটি স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবেন;এবং

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত হিসাব হইতে, ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত, নির্বাচনী ব্যয়ের নিমিত্ত সকল অর্থ প্রদান করিবেন।

৫২। নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল।—(১) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট, বিধি ২১ বা বিধি ৪৩ অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষিত হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্ধারিত 'ফরম-ণ ' তে নির্বাচনী ব্যয়ের একটি রিটার্ন দাখিল করিবেন, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ থাকিবে, যথাঃ—

(ক) প্রত্যেক দিনে ব্যয়িত অর্থের সকল বিল ও রসিদসহ একটি বিবরণী;

(খ) বিধি ৫১ এর দফা (ক) এর অধীন খোলা হিসাবে জমাকৃত এবং উত্তোলিত অর্থের ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব বিবরণীর একটি কপি;

(গ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃত, যদি থাকে, ব্যক্তিগত খরচের মোট পরিমাণ ;

(ঘ) নির্বাচনী এজেন্ট অবহিত আছেন এইরূপ সকল বিতর্কিত দাবীর একটি বিবরণী;

(ঙ) নির্বাচনী এজেন্ট অবহিত আছেন এইরূপ সকল অপরিশোধিত দাবীর, যদি থাকে, একটি বিবরণী;এবং

(চ) নির্বাচনী খরচের জন্য যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ, উহা প্রাপ্তির প্রমাণসহ ও উক্তরূপ প্রাপ্ত অর্থের প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখ করিয়া একটি বিবরণী।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নের সহিত যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, সেইক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা **ফরম - 'ত'** অনুসারে; যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করেন, সেইক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা **ফরম 'ত-১'** অনুসারে এবং নির্বাচনী এজেন্টের হলফনামা **ফরম 'ত-২'** অনুসারে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) নির্বাচনী এজেন্ট উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত হলফনামার একটি কপিসহ উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নের একটি কপি, রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলের সময় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

**৫৩। নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ।**—(১) রিটার্নিং অফিসার বিধি ৫২ এর অধীন দাখিলকৃত নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন তাহার অফিসে বা তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে সংরক্ষণ করিবেন যাহা নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী এক বছর সময়কাল পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে যে কোন ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (ঈ), বিধি ৪৯ এবং বিধি ৫২ অনুযায়ী দাখিলকৃত হলফনামা, উৎসের বিবরণী, নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে জনগণের অবগতির জন্য প্রদর্শিত হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন বা উহার কোন অংশের কপি, নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে, যে কোন ব্যক্তিকে সরবরাহ করা যাইবে।

## চতুর্থ অধ্যায়

## নির্বাচনী বিরোধ

**৫৪। নির্বাচনী দরখাস্ত।**– (১) অধ্যাদেশের ধারা ৩৭ এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-বিধি (২) এর অধীন নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল ব্যতীত, নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যে নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন সেই নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করিয়া দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

**৫৫। নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষগণ।**– নির্বাচনী দরখাস্তকারী কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার দরখাস্তে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে বিবাদী হিসাবে পক্ষভুক্ত করিবেন, যথা :–

(ক) সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ; এবং

(খ) অন্য যে কোন প্রার্থী যাহার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ বা বেআইনী আচরণের অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

৫৬। নির্বাচনী দরখাস্ত পেশকরণ পদ্ধতি।– (১) নির্বাচিত প্রার্থীগণের নাম বিধি ৪৪ এর অধীন সরকারী গেজেটে প্রকাশের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী স্বয়ং বা তাহার নিকট হইতে যথাযথ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত, উক্ত দরখাস্তের খরচ বাবদ জামানত হিসাবে সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে অথবা সোনালী ব্যাংকের কোন শাখায় রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট খাতে মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য দশ হাজার টাকা জমা করা হইয়াছে মর্মে একটি রসিদ থাকিতে হইবে।

(৪) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল, নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারকালে যে কোন সময়ে, দরখাস্তকারীকে জামানত হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ জমা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত অর্থও উপ-বিধি (৩) এ বিধৃত পদ্ধতিতে দরখাস্তকারী কর্তৃক জমা করিতে হইবে, এবং রিটার্নিং অফিসার, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত খরচ কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিবেন।

(৫) নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিবার কারণ এবং প্রার্থিত প্রতিকার স্পষ্টরূপে নির্বাচনী দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে।

৫৭। নির্বাচনী দরখাস্ত স্বাক্ষর ও সত্যায়ন।– প্রত্যেক নির্বাচনী দরখাস্ত দরখাস্তকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং উহা Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন আর্জি সত্যায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে সত্যায়িত হইতে হইবে।

৫৮। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের অধিক্ষেত্র এবং এখতিয়ার।—এই বিধিমালার অধীন নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারের জন্য নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ধারা ৩৮ এর অধীন গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালের স্থানীয় অধিক্ষেত্র ও এখতিয়ার নির্ধারণ করিবে।

৫৯। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা।—Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন মোকদ্দমার বিচারকারী দেওয়ানী আদালতের যাবতীয় ক্ষমতা নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল এর থাকিবে এবং উহা ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৮০ ও ৪৮২ এর অধীন এখতিয়ার সম্পন্ন একটি আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬০। প্রতিকার।—নির্বাচনী দরখাস্তের দরখাস্তকারী প্রতিকার হিসাবে নিম্নবর্ণিত যে কোন ঘোষণা দাবী করিতে পারিবেন, যথা :–

(ক) কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোন প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন; বা

(খ) নির্বাচনটি সামগ্রিকভাবে বাতিল।

৬১। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি।– অধ্যাদেশ এবং এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমত নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল প্রতিটি নির্বাচনী দরখাস্ত, Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন যে পদ্ধতিতে মোকদ্দমা বিচার করা হয়, যতদূর সম্ভব, অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল—

(ক) কোন সাক্ষীর জবানবন্দি চলাকালে তদ্‌প্রদত্ত সাক্ষ্যের সারমর্ম সম্বলিত একটি স্মারক প্রস্তুত করিবে, যদি না কোন সাক্ষীর পূর্ণসাক্ষ্য গ্রহণের বিশেষ কারণ রহিয়াছে বলিয়া উহা বিবেচনা করে; এবং

(খ) কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে, যদি উহা বিবেচনা করে যে, উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ নহে অথবা বিচারকার্য বিলম্বিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন তুচ্ছ কারণে উক্ত সাক্ষীকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা হইয়াছে।

৬২। নির্বাচনী দরখাস্ত এবং নির্বাচনী আপীল নিষ্পত্তি।—(১) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কোন নির্বাচনী দরখাস্ত প্রাপ্তির পর দরখাস্তে উল্লিখিত সকল বিবাদীকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল, দরখাস্তকারীকে এবং দরখাস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী বিবাদীগণকে, যদি কেহ থাকেন, শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবে এবং উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণের পর উহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ(৩০) দিনের মধ্যে, নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৪) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিলের একশত আশি (১৮০) দিনের মধ্যে এবং নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালে নির্বাচনী আপীল দায়েরের একশত বিশ(১২০) দিনের মধ্যে নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচনী আপীল নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৫) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল নির্বাচনী দরখাস্ত শুনানীর পর কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে, যদি উহা এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে—

(ক) নির্বাচিত প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ ছিল; বা

(খ) নির্বাচিত প্রার্থী মনোনয়নের তারিখে মেয়র, বা ক্ষেত্রমত কাউন্সিলর, পদে নির্বাচিত হইবার অযোগ্য ছিলেন; বা

(গ) দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ বা বেআইনী আচরণ দ্বারা নির্বাচনী ফলাফল অর্জন করা হইয়াছে বা ঘটানো হইয়াছে; বা

(ঘ) নির্বাচিত প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরস্পর

যোগসাজশে কোন দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ বা বেআইনী আচরণ করা হইয়াছে; বা

(ঙ) নির্বাচিত প্রার্থী বিধি ৫০ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নির্বাচনী ব্যয়ের সীমার অতিরিক্ত অর্থ খরচ করিয়াছেন।

৬৩। সংরক্ষিত দলিল দস্তাবেজ এর প্যাকেট খুলিবার আদেশ।—(১) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শনের জন্য উহার মুড়িপত্র এবং দলিল দস্তাবেজ সম্বলিত প্যাকেট খুলিবার আদেশ দিতে পারিবে।

(২) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে ব্যক্তি, সময়, তারিখ, স্থান এবং পরিদর্শনের পন্থা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(৩) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শনের সময় এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবে যেন ভোটের ফলাফলের গোপনীয়তা প্রকাশ না হইয়া পড়ে।

(৪) এই বিধিতে যেরূপ বিধান আছে সেইরূপ ব্যতীত, কোন ব্যক্তিকে রিটার্নিং অফিসারের জিম্মায় থাকা কোন বাতিলকৃত বা গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শন করিতে দেওয়া যাইবে না।

৬৪। নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচনী আপীল প্রত্যাহার ও বাতিল।- (১) কোন নির্বাচনী দরখাস্ত, বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী আপীল, শুনানীকালীন যে কোন সময়ে দরখাস্তকারী, বা ক্ষেত্রমত আপীলকারী প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারিবেন।

(২) দরখাস্তকারীর বা আপীলকারীর মৃত্যু হইলে নির্বাচনী দরখাস্ত, বা ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী আপীল, বাতিল হইয়া যাইবে।

৬৫। খরচ।– নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল, বিধি ৬২ এর অধীন কোন আদেশ প্রদান করিলে খরচ (cost) সম্পর্কে উহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত আদেশ দিতে পারিবে এবং যেক্ষেত্রে উক্তরূপ খরচ দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় হয় সেই ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, দরখাস্তকারী কর্তৃক জমাকৃত জামানত হইতে উহা পরিশোধ করিতে হইবে এবং যদি দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় কোন খরচ নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালের আদেশের ষাট (৬০) দিনের মধ্যে দাবী করা না হয়, তাহা হইলে জামানত হিসাবে জমাকৃত সমুদয় অর্থ দরখাস্তকারীকে অথবা তাহার আইনানুগ প্রতিনিধিকে আবেদনের ভিত্তিতে ফেরত প্রদান করা হইবে।

৬৬। নির্বাচনী দরখাস্ত ও নির্বাচনী আপীল বদলীকরণের ক্ষমতা।—নির্বাচন কমিশন নিজ উদ্যোগে, অথবা নির্বাচনী দরখাস্ত, বা ক্ষেত্রমত নির্বাচনী আপীলের কোন এক পক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে পেশকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে যে কোন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচনী আপীল এক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে, বা ক্ষেত্রমত, এক নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালে বদলী করিতে পারিবে এবং যে ট্রাইব্যুনালে উহা এইরূপে বদলী করা হয় সেই ট্রাইব্যুনাল উক্ত দরখাস্ত যে পর্যায়ে বদলী করা হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে উহার বিচারকার্য বা আপীল শুনানী চালাইয়া যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচনী আপীল যে ট্রাইব্যুনালে বদলী করা হইয়াছে সেই ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে ইতিপূর্বে পরীক্ষিত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

**৬৭। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালের আদেশের সংক্ষিপ্তসার কমিশনকে অবহিতকরণ।**—নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল কোন নির্বাচনী দরখাস্ত, বা ক্ষেত্রমত আপীল, নিস্পত্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিস্পত্তি আদেশের সারাংশ নির্বাচন কমিশনকে জানাইবে এবং উক্ত আদেশের একটি সত্যায়িত কপি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

**৬৮। নির্বাচনী দরখাস্তের একতরফা নিস্পত্তি।**—যদি কোন নির্বাচনী দরখাস্তের বিচার সমাপ্ত হইবার পূর্বে কোন বিবাদী মৃত্যুবরণ করেন বা নির্ধারিত ফরমে তিনি দরখাস্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক নহেন মর্মে নোটিশ প্রদান করেন এবং উক্ত দরখাস্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আর কোন বিবাদী না থাকে, তাহা হইলে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল, আর কোন শুনানী ব্যতীত, অথবা তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ দিয়া দরখাস্ত একতরফা নিস্পত্তি করিবে।

**৬৯। হাজিরা দিতে ব্যর্থতার কারণে নির্বাচনী দরখাস্ত বাতিল।**—নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত, বা ক্ষেত্রমত নির্বাচনী আপীল, দাখিলের পর নির্ধারিত তারিখে দরখাস্তকারী, বা ক্ষেত্রমত, আপীলকারী উপস্থিত না থাকিলে, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল, বা ক্ষেত্রমত নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল, উক্ত দরখাস্ত, বা ক্ষেত্রমত আপীল, খারিজ করিয়া দিতে পারিবে এবং খরচ সম্বন্ধে তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত আদেশ দিতে পারিবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

## অপরাধ, দণ্ড ও পদ্ধতি

**৭০। দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ ও শাস্তি।**—(১) কোন ব্যক্তি দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি—

(ক) ঘুষ গ্রহণ বা প্রদান, অপরের নাম ধারণ বা অবৈধপ্রভাব বিস্তার করেন; বা

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক বিধি ৪৯ এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হইতে নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহ করেন; বা

(গ) বিধি ৫০ এর কোন বিধান লংঘন করেন; বা

(ঘ) কোন প্রার্থী সম্পর্কে নিম্নরূপ মিথ্যা বিবৃতি প্রদান বা প্রকাশ করেন, যথা ঃ—

(অ) উক্ত প্রার্থী বা তাহার কোন নিকটাত্মীয়ের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য যাহা নির্বাচনকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচন সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত বিবৃতি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল এবং তিনি উহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন; বা

(আ) কোন প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে, অনুরূপ প্রতীক প্রার্থীকে দেওয়া হইয়াছে কি হয় নাই মর্মে; বা

(ই) কোন প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে; বা

(ঙ) কোন প্রার্থী কোন বিশেষ ধর্ম, সম্প্রদায়, গোষ্ঠি, বর্ণ, উপ-দল বা উপ-জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবার কারণে তাহাকে ভোট প্রদানের জন্য বা তাহাকে ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করেন বা প্ররোচিত করেন; বা

(চ) জ্ঞাতসারে, কোন প্রার্থীকে সমর্থন বা বিরোধিতা করিবার লক্ষ্যে, নিজে এবং নিজ পরিবারের সদস্যগণকে ব্যতীত, অন্য কোন ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে আনা বা নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন যান বা নৌযান ভাড়া দেন, ভাড়া করেন, ধার নেন, নিয়োগ করেন বা ব্যবহার করেন; বা

(ছ) ভোট প্রদানের জন্য ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত বা অপেক্ষায় আছেন এমন কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদান না করিতে দিয়া ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করাইবার চেষ্টা করেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্যান্য দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের দায়ে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডণীয় হইবেন।

৭১। বেআইনী আচরণ ও শাস্তি।– (১) অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি বেআইনী কার্যকলাপের দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি–

(ক) কোন প্রার্থীর নির্বাচন ত্বরান্বিত বা ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির সহায়তা লাভ করেন বা করিবার চেষ্টা করেন; বা

(খ) বিধি ৪৯ বা ৫২ এর বিধানসমূহ পালনে ব্যর্থ হন; বা

(গ) ভোটদানের যোগ্য নহেন সত্ত্বেও, কোন নির্বাচনে ভোটদান করেন বা ভোটদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার চাহেন; বা

(ঘ) একই ভোটকেন্দ্রে একাধিকবার ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার চাহেন; বা

(ঙ) একই নির্বাচনে একাধিক ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান বা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার চাহেন; বা

(চ) ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্র হইতে ব্যালট পেপার সরাইয়া ফেলেন; বা

(ছ) জ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে দফা (ক) হইতে (চ) তে বর্ণিত যে কোন কাজ করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত বেআইনী কার্যকলাপের দায়ে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭২। ঘুষ গ্রহন বা প্রদান ও শাস্তি।– (১) কোন ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি নিজে, বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন

নির্বাচনে ভোট প্রদান করা বা ভোট প্রদানে বিরত থাকার বা, প্রার্থী হইবার বা প্রার্থী না হইবার বা প্রার্থী না হইবার কারণে ঘুষ গ্রহণ করেন বা করিতে সম্মত হন বা চুক্তিবদ্ধ হন।

(২) কোন ব্যক্তি ঘুষ প্রদানের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি –

(ক) অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্থ বা পুরস্কারের বিনিময়ে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে বা উহা হইতে বিরত রাখিতে, বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে বা প্রদান করা হইতে বিরত রাখিতে, বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচন হইতে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার জন্য প্ররোচিত করেন ; বা

(খ) কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বা উহা হইতে বিরত থাকার কারণে, বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকার কারণে, বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার কারণে পুরস্কৃত করেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এই বিধিতে "ঘুষ" বলিতে আর্থিক বা অর্থে নিরূপণযোগ্য ঘুষ বা অবৈধ আনুতোষিকের বিনিময়ে সর্বপ্রকার আপ্যায়ন বা নিযুক্তি বুঝাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি এই বিধিতে বর্ণিত ঘুষ গ্রহন বা প্রদানের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৩। অন্যের নাম ধারনের শাস্তি।—যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন জীবিত বা মৃত বা কাল্পনিক ব্যক্তির নাম ধারণ করিয়া ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চাহেন তাহা হইলে, অন্যের নাম ধারণ করিবার দায়ে উক্ত প্রথমোক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৪। অবৈধ প্রভাব বিস্তার ও শাস্তি।—(১) কোন ব্যক্তি অবৈধ প্রভাব বিস্তারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে ভোট দান করিতে বা উহা হইতে বিরত থাকিতে অথবা নির্বাচনের প্রার্থী হইতে বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে, তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে–

(অ) কোন প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন ; বা

(আ) কোন আঘাত, ক্ষতি, সম্মানহানি বা লোকসান ঘটান বা ঘটাইবার ভীতি প্রদর্শন করেন ; বা

(ই) কোন সাধু বা পীরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন ; বা

(ঈ) কোন ধর্মীয় দণ্ড প্রদান করেন বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন ; বা

(উ) কোন সরকারী প্রভাব বা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেন ;

(খ) কোন ব্যক্তি ভোট প্রদান করিবার কারণে বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে বা প্রার্থী হওয়ার বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার কারণে, দফা (ক) হইতে (উ) তে বর্ণিত কোন কাজ করেন ;

(গ) অপহরণ, বলপ্রয়োগ বা কোন প্রতারণামূলক কৌশল বা ফন্দির সাহায্যে-

(অ) কোন ভোটার কর্তৃক তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগে অসুবিধা সৃষ্টি বা বাধাদান করেন;বা

(আ) কোন ভোটারকে ভোট প্রদান করিতে বা প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য, প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এই বিধিতে "সম্মানহানি" বলিতে সামাজিক ভর্ৎসনা, একঘরেকরণ বা কোন বর্ণ বা সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কোন প্রকার অবৈধ প্রভাব বিস্তারের দায়ে অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৫। ভোটগ্রহণ শুরু হইবার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল, ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও শাস্তি।–(১) কোন নির্বাচনী এলাকার ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৩২ (বত্রিশ) ঘন্টা, ভোটগ্রহণের দিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১২টা এবং ভোটগ্রহণের দিন রাত্রি ১২টা হইতে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা সময়ের মধ্যে উক্ত নির্বাচনী এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করিতে এবং কোন মিছিল বা শোভাযাত্রা সংঘটিত করিতে বা ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন আক্রমণাত্মক কাজ বা বিশৃংখলামূলক আচরণ করিতে পারিবেন না; বা

(খ) ভোটার বা নির্বাচনী কাজকর্মে নিয়োজিত বা দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করিতে পারিবেন না; বা

(গ) কোন অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) অথবা (২) এ উল্লিখিত বিধানাবলী লংঘনের দায়ে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৬। ভোটকেন্দ্র বা উহার নিকটস্থ স্থানে নির্বাচনী প্রচারণা করিবার শাস্তি।—(১) কোন ব্যক্তি

ভোট গ্রহণের তারিখে ভোটকেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে নিম্নবর্ণিত প্রচারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যথাঃ—

(ক) ভোটের জন্য প্রচারণা; বা

(খ) কোন ভোটারের নিকট ভোট প্রার্থনা; বা

(গ) কোন ভোটারকে নির্বাচনে ভোট প্রদান না করিবার জন্য বা কোন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান না করিবার জন্য প্ররোচিত করা ; বা

(ঘ) রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে, প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টের জন্য এবং ভোটকেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন সংরক্ষিত স্থান ব্যতীত ভোটারগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে কোন নোটিশ, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা প্রর্দশন বা সংকেত প্রদান।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত বিধান লংঘনের দায়ে অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডণীয় হইবেন।

৭৭। ভোট গ্রহণের তারিখে মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার বা প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী যন্ত্র ব্যবহারের শাস্তি।—কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি ভোটগ্রহনের তারিখে—

(ক) ভোটকেন্দ্র হইতে শোনা যায় এমনভাবে কোন মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার বা প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী অন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করেন;

(খ) অনবরত ভোটকেন্দ্রে শোনা যায় এমনভাবে চিৎকার করেন;

(গ) এইরূপ কোন কাজ করেন যাহা—

(অ) ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদানের জন্য আগত কোন ভোটারকে বিরক্ত করে বা তাহার অসন্তোষ ঘটায়; বা

(আ) প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার বা ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব পালন ব্যাহত করে; বা

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ)-তে উল্লিখিত কোন কাজ করিতে সহায়তা করেন।

৭৮। মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার, ইত্যাদি বিকৃত বা নষ্ট করার শাস্তি।- (১) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত, কোন ব্যক্তি অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপারের উপর সরকারি সীলমোহর ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত বা বিনষ্ট করেন;

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটকেন্দ্র হইতে কোন ব্যালট পেপার বাহির করিয়া লইয়া যান, অথবা কোন ব্যালট বাক্সের ভিতরে আইন অনুসারে ঢুকাইতে পারিবেন এইরূপ ব্যালট পেপার ব্যতীত অন্য কোন ব্যালট পেপার ঢুকান;

(গ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতীত—
(অ) কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন;
(আ) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে এইরূপ কোন ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের প্যাকেট নষ্ট করেন, গ্রহণ করেন, খোলেন বা অন্য কোনভাবে হস্তক্ষেপ করেন; বা
(ই) এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কৃত কোন সীলমোহর ভাঙ্গেন;

(ঘ) কোন ব্যালট পেপার বা মার্কিং সীল জাল করেন;

(ঙ) ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হইবার পর অবিলম্বে অনুসরণীয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আরম্ভ করিতে, পরিচালনা করিতে বা সমাপ্ত করিতে বিলম্ব ঘটান বা বাধার সৃষ্টি করেন;

(চ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য বা নির্বাচন বানচালের জন্য কোন ভোটকেন্দ্র বা ভোটকক্ষ বলপূর্বক দখল করেন, বা দখল করিবার ব্যাপারে সহায়তা করেন বা পরোক্ষভাবে সমর্থন প্রদান করেন; এবং

(অ) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স বা ভোট সংক্রান্ত অন্য কোন বস্তু বা দলিলপত্র সমর্পণ করিতে বাধ্য করেন এবং এইরূপ কোন কাজ করেন যাহা সুশৃংখলভাবে ভোট গ্রহণ বা ভোট গণনা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে; বা

(আ) ভোটকেন্দ্র হইতে কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে বিতাড়িত করেন এবং ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে তাহাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাচন কার্য চালাইয়া যাইতে বাধ্য করেন; বা

(ই) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে বিতাড়িত করিয়া ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, ভোট সংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং দলিলপত্র বলপূর্বক দখল করেন এবং তাহার ইচ্ছানুযায়ী উহা অসৎভাবে ব্যবহার করেন; বা

(ঈ) কেবল তাহার সমর্থক বা তাহার প্রার্থীর সমর্থকগণকে ভোট প্রদানে সাহায্য করেন এবং অন্য সকলকে ভোট প্রদান করা হইতে বিরত রাখেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) হইতে (চ) তে বর্ণিত কোন কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে বা এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডণীয় হইবেন।

৭৯। ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতার শাস্তি।—কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, বা পোলিং অফিসার বা ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত কোন প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ১ (এক) বৎসর ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি—

(ক) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে বা রক্ষা করিতে সাহায্য করিতে ব্যর্থ হন;

(খ) কোন আইনানুগ উদ্দেশ্য ব্যতীত, ভোটগ্রহণ শেষ হইবার পূর্বে সরকারি সীলমোহর সম্পর্কে কোন তথ্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করেন; বা

(গ) কোন বিশেষ ব্যালট পেপার দ্বারা কোন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হইয়াছে তদ্‌সম্পর্কে ভোট গণনাতে প্রাপ্ত কোন তথ্য প্রদান করেন।

৮০। কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদানে প্ররোচিত, ইত্যাদি করিবার শাস্তি।—কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য অন্যূন ১ (এক) বৎসর ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি—

(অ) কোন ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদানে প্ররোচিত করেন;বা

(আ) কোন ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদান করা হইতে নিবৃত করেন;বা

(ই) কোনভাবে কোন ব্যক্তির ভোট প্রদান প্রভাবিত করেন; বা

(ঈ) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করেন।

৮১। সরকারি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার শাস্তি। – কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা এই বিধিমালার দ্বারা বা অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সরকারি দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কোন সরকারী দায়িত্ব পালন করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত কর্মকর্তা, বা ক্ষেত্রমত ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৮২। সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহারের শাস্তি।—প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি

অন্যূন ১ (এক) বৎসর ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি কোনভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সরকারী পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন।

৮৩। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক গ্রেফতারের ক্ষমতা।—ফৌজদারী কার্যবিধিতে, বা আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য—

(ক) তিনি পুলিশ কর্মকর্তা না হইলেও, ভোট গ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তি ব্যতীত, কোন ব্যক্তিকে বিধি ৭০ এর দফা (ক), (চ) ও (ছ), ৭১ (গ), (ঘ), (ঙ), (চ) ও (ছ), ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮ এর দফা (ক) এবং ৮০ এর অধীন কৃত কোন অপরাধের জন্য অথবা শান্তি ও আইন শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য, উক্ত কার্যবিধির অধীন একজন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিবার যেরূপ ক্ষমতা আছে সেইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন;

(খ) রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার, বা ক্ষেত্রমত নির্বাচন কমিশন, কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দফা (ক) তে উল্লিখিত বিধির অধীন কৃত কোন অপরাধের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিতে পারিবেন;

(গ) বিধি ৩১ মোতাবেক প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অপসারিত কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে কোন অপরাধ করিলে উক্ত ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিতে পারিবেন;

(ঘ) বিধি ৭৬ (ঘ) তে উল্লিখিত কোন নোটিশ, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা অপসারণ করিতে পারিবেন;

(ঙ) বিধি ৭৭ (ক) তে উল্লিখিত কোন যন্ত্রপাতি বা বাদ্যযন্ত্র জব্দ করিতে পারিবেন;এবং

(চ) অধ্যাদেশ ও এই বিধিমালার অধীন তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগসহ অন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮৪। পোস্টার, তোরণ, ইত্যাদি অপসারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষমতা।—(১) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বপালনরত কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য—

(ক) কোন প্রার্থীর বহু রঙের পোষ্টার বা প্রতিকৃতি বা নির্ধারিত সাইজ হইতে বড় সাইজের পোষ্টার বা প্রতীক;

(খ) কোন প্রার্থীর জন্য তৈরী গেইট বা তোরণ বা ঘেরা;

(গ) চারশত বর্গফুট হইতে অতিরিক্ত এলাকাব্যাপী কোন প্রার্থীর প্যান্ডেল;

(ঘ) কোন প্রার্থী কর্তৃক কোন নির্বাচনী এলাকায় যে কোন সময়ে ব্যবহৃত দুইটির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার;

(ঙ) মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন প্রার্থীর প্রতি ওয়ার্ডে একটি এবং কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন প্রার্থীর অনধিক পনের হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের জন্য সর্বোচ্চ দুইটি এবং ষোল হাজার ও তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের জন্য সর্বোচ্চ তিনটি নির্বাচনী ক্যাম্প অথবা অফিস এর অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প অথবা অফিস ;

(চ) যে কোন প্রকারে বিদ্যুৎ ব্যবহারপূর্বক কোন প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে আলোকসজ্জা; বা

(ছ) কোন প্রার্থীর জন্য প্রচারণার পন্থা হিসাবে কালি বা অন্য যে কোনভাবে কোন দেওয়াল, দালান, থাম, সেতু, যানবাহন বা জলযানে, বা এইরূপ বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট নহে এইরূপ স্থানে অংকিত, লিখিত বা চিত্রাঙ্কিত প্রচারণা—

সম্পর্কে যেইসময়ে, বা যেস্থানে অবহিত হন বা উহা তাহার গোচুরীভূত হয়, তিনি তৎক্ষনাৎ এবং উক্ত স্থানেই উহা মুছিয়া ফেলিবার, বা ক্ষেত্রমত, অপসারণ করিবার নির্দেশ দিবেন।

(২) কোন পুলিশ কর্মকর্তা, বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, উপ-বিধি (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে বা ব্যবস্থা গ্রহণে অবহেলা করিলে, তিনি অদক্ষতা বা অসদাচরণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার অনুরোধ করিলে, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং নির্বাচন কমিশন, বা ক্ষেত্রমত, রিটার্নিং অফিসারকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবে, এবং উক্ত গৃহীত ব্যবস্থা কর্মকর্তার সার্ভিস রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৩) কোন রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, বা ক্ষেত্রমত, নির্বাচন কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্যকে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উপ-বিধি (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য কোন পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী অপসারণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য এইরূপ নির্দেশ পালনে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিপালন সম্পর্কে উক্ত রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে রিপোর্ট করিবেন।

(৪) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকার করিলে বা অবহেলা করিলে, তিনি অদক্ষতা বা অসদাচরণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহার ক্ষেত্রেও উপ-বিধি (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৫) কোন রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টকে উপ-বিধি (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য কোন পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী অবিলম্বে অপসারণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট অনুরূপ নির্দেশ পালন করিবেন এবং উক্ত নির্দেশ পালন সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

(৬) কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকার বা অবহেলা করিলে, তিনি বা ক্ষেত্রমত তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, অথবা উভয়েই বিধি ৭০ এর অধীন বেআইনী আচরণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৭) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য কর্তৃক অপসারিত কোন পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী প্রার্থীর দখল হইতে জব্দ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ অপসারণের সময় বিনষ্ট না হইয়া থাকিলে, উক্ত পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী নিকটতম থানার হেফাজতে রাখিতে হইবে এবং কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারাধীন না থাকিলে, অনুরূপ হেফাজতের তারিখ হইতে ছয় মাস অতিক্রান্ত হইবার পর জব্দকৃত মালামাল বিনষ্ট করা যাইবে বা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(৮) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য এই বিধির অধীন তাহার দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগসহ যে কোন পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বা করাইতে পারিবেন।

(৯) এই বিধির অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনকে এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকেও অবহিত করিতে হইবে।

(১০) এই বিধির অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা, এই বিধিমালার অন্য কোন বিধানের অধীন গৃহীতব্য অন্য কোন ব্যবস্থা বা আরোপিত অন্য কোন শাস্তির অতিরিক্ত হইবে।

(১১) এই বিধির অধীন কোন ব্যবস্থা বিধি ১০ এর উপ- বিধি (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত, উভয়দিনসহ, সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে গ্রহণ করা যাইবে।

৮৫। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।—(১) কোন আদালত নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে বা নির্বাচন কমিশন হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে দায়েরকৃত কোন লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, বিধি ৭৮ এর উপ-বিধি (২), ৭৯, ৮০, ৮১ বা ৮২ এর অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে নিবেন না।

(২) যদি নির্বাচন কমিশনের নিকট ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, বিধি ৭৮ এর উপ-বিধি(২), ৭৯, ৮০, ৮১ ও ৮২ তে এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে উহা উদঘাটনের জন্য তৎবিবেচনায় উপযুক্ত কোন তদন্ত করাইতে বা ফৌজদারী মামলা দায়ের করিতে বা করাইতে পারিবেন।

৮৬। কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ।—ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য ব্যতীত, আপাততঃ নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তি, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে–

(ক) বিধি ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮ দফা (১) এবং ৭৯ এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে উক্ত কার্যবিধির অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন; এবং

(খ) উক্ত কার্যবিধির ধারা ১৯০ এর উপ-ধারা (১) এর যে কোন দফার অধীন অনুরূপ কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত কার্যবিধির সংক্ষিপ্ত বিচার সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুযায়ী অনুরূপ কোন অপরাধ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার করিবেন।

৮৭। কতিপয় মামলা দায়েরের মেয়াদ।—বিধি ৭০ বা ৭১ এর অধীন কোন অপরাধের জন্য কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, যদি না—

(ক) অপরাধটি সংঘটিত হইবার ছয় মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হয় ; বা

(খ) সংঘটিত অপরাধ নির্বাচন সংক্রান্ত হইলে এবং নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল উক্ত অপরাধ সম্পর্কে কোন আদেশ প্রদান করিয়া থাকিলে, অনুরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে দায়ের করা হয়।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## বিবিধ

৮৮। গাড়ী হুকুম দখলে সরকারের ক্ষমতা।—(১) সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোন ভোটকেন্দ্রে বা কেন্দ্র হইতে ব্যালট বাক্স বা অন্যান্য নির্বাচন সংক্রান্ত জিনিসপত্র বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কর্তব্য পালনে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে আনা-নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন যানবাহন বা জলযান হুকুম দখল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নির্বাচন সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন যানবাহন বা জলযান এইরূপে হুকুম দখল করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন হুকুম দখলকৃত যানবাহন বা জলযানের মালিককে, সরকার বা যানবাহন বা জলযানটির হুকুম দখলকারী কর্মকর্তা, স্থানীয়ভাবে প্রচলিত মূল্যের ভিত্তিতে উহার ভাড়া নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দ্বারা সংক্ষুব্ধ যানবাহন বা জলযানের মালিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের তারিখ হইতে ত্রিশ(৩০) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট বিষয়টি লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করিলে সরকার, এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত সালিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

৮৯। কতিপয় নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বদলী সংক্রান্ত।—(১) বিধি ১০ এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর এবং রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বিধি ৪৩ এর অধীন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পনের দিন সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শ ব্যতীত বদলী করা যাইবে না ঃ—

(ক) বিভাগীয় কমিশনার;

(খ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার; এবং

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণের সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মরত অধঃস্তন কর্মকর্তা।

(২) নির্বাচন কমিশন কোন বিভাগীয় কমিশনার বা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার অথবা তাহাদের অধঃস্তন কোন কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের বাহিরে বদলী করা প্রয়োজন বলিয়া লিখিতভাবে অনুরোধ করিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মকর্তাগণকে তাৎক্ষণিকভাবে বদলী করিবে।

(৩) নির্বাচনের ফলাফল সরকারীভাবে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত বিধি ৮ এর অধীন প্রস্তুতকৃত কোন প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারকে রিটার্নিং অফিসারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের বাহিরে বদলী করা যাইবে না।

৯০। কতিপয় ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা।—ভিন্নরূপ কোন বিধান ব্যতীত, নির্বাচন কমিশন—

(ক) নির্বাচনের যে কোন পর্যায়ে যে কোন ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ করিতে পারিবে, যদি উহার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উহা নির্বাচনে বলপ্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে উহা ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষভাবে এবং আইন অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা নিশ্চিত করিতে সক্ষম হইবে না;

(খ) কোন ব্যালট পেপার বাতিল বা গ্রহণসহ, এই বিধিমালার অধীন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে; এবং

(গ) অধ্যাদেশ ও এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন নিরপেক্ষ, ন্যায়সংগত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য, উহার মতে, প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারী করিতে, ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৯১। নির্বাচন কমিশনের প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা।—(১) অধ্যাদেশ বা এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড বা মৌখিক কিংবা লিখিত রিপোর্ট হইতে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, মেয়র বা কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিয়াছেন বা লংঘনের চেষ্টা করিতেছেন এবং অনুরূপ লংঘন বা লংঘনের চেষ্টার জন্য তিনি মেয়র, বা ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্তের রিপোর্ট প্রাপ্তির পর নির্বাচন কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিয়াছেন বা লংঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লংঘন বা লংঘনের চেষ্টার জন্য তিনি মেয়র বা কাউন্সিলর

নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টকে এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসারকে যথাশীঘ্র সম্ভব অবহিত করিবে।

(৪) নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ সরকারী গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৯২। নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা।—(১) নির্বাচন কমিশন দেশী বা বিদেশী এমন কোন ব্যক্তিকে লিখিতভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসাবে অনুমতি দিতে পারিবে, যিনি কোনভাবেই কোন রাজনৈতিক দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সহিত সংযুক্ত বা সম্পর্কিত নহেন এবং যিনি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, মতবাদ বা লক্ষ্যের প্রতি বা কোন রাজনৈতিক দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ম্যানিফেস্টো, প্রোগ্রাম, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতির জন্য পরিচিত নহেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষক, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসারে পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে, কোন ভোটকেন্দ্রের কাছে অবস্থান করিয়া বা প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতিক্রমে, কোন ভোটকক্ষ বা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া ভোট পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার কিংবা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত কোন পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উপযোগী নহে এইরূপ কোন কার্যকলাপকে প্রশ্রয় প্রদান করিতেছেন বা কোনভাবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বা নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাজে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহা হইলে উক্ত রিটার্নিং অফিসার কিংবা প্রিজাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষককে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচনী এলাকার ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (৩) এর অধীন গৃহীত যে কোন ব্যবস্থা অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনকে রিপোর্ট করিবেন।

(৫) কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষক ভোটের নিরপেক্ষতা, ভোটকেন্দ্রের ভিতরের ও বাহিরের পরিবেশ ও শৃংখলা, অধ্যাদেশ ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা প্রতিপালন বা নির্বাচন সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয়ে তাহার পর্যবেক্ষণের উপর নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসারের নিকট রিপোর্ট পেশ করিতে পারিবেন।

(৬) অধ্যাদেশ ও এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন কমিশন, বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসার, এই বিধিমালার অধীন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উহার নিকট পেশকৃত বা প্রেরিত অন্য কোন রিপোর্টের সহিত উক্ত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষকের

**রিপোর্টও বিবেচনা করিতে পারিবেন।**

**৯৩। নির্বাচন কমিশন এবং কতিপয় কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপনে বাধা-নিষেধ।**—নির্বাচন **কমিশন বা কোন রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার কর্তৃক, বা তদ্‌কর্তৃত্বাধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, অথবা প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তের বৈধতার বিষয়ে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।**

**৯৪। সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা বা কার্যক্রম গ্রহণে বাধা-নিষেধ।—অধ্যাদেশ বা এই বিধিমালা অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য সরকার,** নির্বাচন **কমিশন বা উহার কোন কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা রুজু বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।**

**৯৫। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১)** এতদ্দ্বারা Dhaka City Corporation (Election) Rules, 1983, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন) বিধিমালা, **১৯৮৮,** The Khulna City Corporation (Election) Rules, 1986, Chittagong City Corporation (Election) Rules, 1983, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিধিমালা, ২০০২, এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিধিমালা, ২০০২, অতt পর একত্রে উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালার অধীন কৃত **কোন কার্য** বা গৃহীত কোন **ব্যবস্থা** এই বিধিমালার অধীন এমনভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যেন উক্ত কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এই বিধিমালা **বলবৎ** ছিল।

................... সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন ফরম (ফরম-ক) পূরণের নির্দেশিকা

(১) প্রথম খন্ড ঃ মনোনয়ন

১.১. প্রথম অংশ ঃ প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

১.২. দ্বিতীয় অংশ ঃ সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

১.৩. তৃতীয় অংশ ঃ মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(২) দ্বিতীয় খন্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

(৩) তৃতীয় খন্ডঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(৪) চতুর্থ খন্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(৫) পঞ্চম খন্ডঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

**সংযুক্তি হিসাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে**

১. হলফনামা (প্রার্থীর সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত সনদপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)

২. নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তির উৎস/উৎসসমূহের বিবরণী

৩. সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৪. জামানতের টাকা জমাদানের রসিদ/ট্রেজারী চালানের কপি

ক্রমিক নম্বর

নি ক মনোগ্রাম

তফসিল-১

ফরম—ক

[ বিধি ১২ (৩) দ্রষ্টব্য]

মেয়র নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

সিটি কর্পোরেশন

প্রথম খন্ড : মনোনয়ন

প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি,

(প্রস্তাবকারীর নাম)

ভোটার নম্বর

(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর

(ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ওয়ার্ড নম্বর এতদ্‌দ্বারা

(প্রস্তাবকারীর ভোটার এলাকার নাম)

মেয়র নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(সিটি কর্পোরেশনের নাম)

,

(প্রার্থীর নাম)

,

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

এর নাম প্রস্তাব করিতেছি।

(২) আমি এতদ্‌দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ দিন মাস বৎসর

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

## দ্বিতীয় অংশ
## (সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, ____________________

(সমর্থনকারীর নাম)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | |

(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর ____________________

(ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ____________ ওয়ার্ড নম্বর | | | | এতদ্দ্বারা

(সমর্থনকারীর ভোটার এলাকার নাম)

____________________ মেয়র নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(সিটি কর্পোরেশনের নাম)

____________________ ,

(প্রার্থীর নাম)

____________________ ,

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | |

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

এর মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

(২) আমি এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি সমর্থনকারী বা প্রস্তাবকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ | | | দিন | | | মাস | | | | | বৎসর ____________

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

## তৃতীয় অংশ
## (মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি, [ ]
(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম [ ]

ঠিকানা [ ]
(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর [ ]
(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর [ ]
(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম [ ] ওয়ার্ড নম্বর [ ][ ][ ] ।
(প্রার্থীর ভোটার এলাকার নাম)

(১) এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি—

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর ধারা ৯(১) অনুযায়ী মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য।

(খ) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর ধারা ৯(২) অনুযায়ী মেয়ররূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নহি।

(গ) একাধিক পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করি নাই।

(২) আমি মনোনয়নপত্রের সহিত নির্ধারিত ফরমে হলফনামা সংযুক্ত করিলাম।

(৩) আমার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৪) (ক) আমি আয়কর দাতা নহি [ ] ।

অথবা

(খ) আমি আয়কর দাতা [ ] । আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণের এবং পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৫) আমার পছন্দকৃত প্রতীকের নাম [ ] ।

(৬) বিধি ১৩(১) অনুসারে জমাকৃত টাকার রসিদ/ট্রেজারী চালান এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখ ঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

প্রার্থীর ছবি

## দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

(এখানে প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট সাইজের এক কপি সত্যায়িত ছবি লাগাইতে হইবে)

১। প্রার্থীর নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। মাতার নাম ঃ

৪। স্বামী/স্ত্রীর নাম ঃ

৫। জন্ম তারিখ ঃ দিন মাস বৎসর

৬। বয়স ঃ বৎসর মাস দিন

৭। জন্মস্থান ঃ
(জেলার নাম)

৮। ঠিকানা ঃ

| স্থায়ী | বর্তমান |
|---|---|
| | |

৯। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ঃ

| | |
|---|---|
| টেলিফোন নম্বর | |
| মোবাইল নম্বর | |
| ই-মেইল ঠিকানা | |

১০। লিঙ্গ (টিক ☑ চিহ্ন দিন) ঃ পুরুষ ☐ মহিলা ☐

১১। বৈবাহিক অবস্থা ঃ অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐

১২। পেশা ঃ

১৩। বর্তমান কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানা ঃ

নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

১৪। স্বামী/স্ত্রীর পেশা ঃ

১৫। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

| ক্রমিক নম্বর | সন্তানের নাম | জন্ম তারিখ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা ও কর্মস্থল / প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | বৈবাহিক অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

তারিখ ঃ দিন মাস বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তৃতীয় খণ্ড

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি
প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী

প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর নাম

কর্তৃক ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর তারিখ বেলা ☐☐ ঘটিকায়

আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

## চতুর্থ খণ্ড

### মনোনয়ন গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষান্তে গ্রহণ/বাতিল করিলাম।

### মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে কারণসমূহ

| |
|---|
| |

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

**পঞ্চম খণ্ড**

**প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ**

**(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)**

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা

সিটি কর্পোরেশন

হইতে মেয়র নির্বাচনের জন্য প্রার্থী এর মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী কর্তৃক

দিন মাস বৎসর তারিখ বেলা ঘটিকায়

আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র দিন মাস বৎসর

তারিখ বেলা ঘটিকায় এ বাছাই করা হইবে।

(স্থান)

তারিখ ঃ দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

## হলফনামা
(প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, ______________________ ,
(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম ______________________ ,

মাতার নাম ______________________

ঠিকানা ______________________

__________ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক।

আমি এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১. আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা __________ এবং সার্টিফিকেটের
উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম
সত্যায়িত কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

২.ক. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি __________ ।
অথবা

২.খ. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ ঃ

| ক্রমিক নম্বর | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

৩.ক. অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই __________ ।
অথবা

৩.খ. অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ ঃ

| ক্রমিক নম্বর | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ১ | | | | |
| ২ | | | | |
| ৩ | | | | |

৪. আমার ব্যবসা/পেশার বিবরণী ঃ

| |
|---|
| |

৫. আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস/উৎসসমূহ ঃ

| ক্রমিক নম্বর | আয়ের উৎসের বিবরণ | এই খাত হইতে প্রার্থীর বাৎসরিক আয় | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় |
|---|---|---|---|
| ১ | কৃষিখাত | | |
| ২ | বাড়ি/এপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া | | |
| ৩ | ব্যবসা | | |
| ৪ | শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত | | |
| ৫ | পেশা (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন, পরামর্শক ইত্যাদি) | | |
| ৬ | চাকুরী | | |
| ৭ | অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া) | | |

৬. আমার, আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের এবং আমার স্ত্রী/স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণী ঃ

(ক) অস্থাবর সম্পদ

| ক্রমিক নম্বর | মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরণ | নিজ নামে | স্ত্রী/স্বামীর নামে | নির্ভরশীলদের নামে |
|---|---|---|---|---|
| ১ | নগদ টাকার পরিমাণ | | | |
| ২ | বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ (মুদ্রার নামসহ) | | | |
| ৩ | ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ | | | |
| ৪ | বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) | | | |
| ৫ | পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগের পরিমাণ | | | |
| ৬ | বাস, ট্রাক, মটরগাড়ী ও মটরসাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) | | | |
| ৭ | স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) | | | |
| ৮ | ইলেকট্রনিক সামগ্রীর বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) | | | |
| ৯ | আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ | | | |
| ১০ | অন্যান্য | | | |

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করুন)

## (খ) স্থাবর সম্পদ

| ক্রমিক নম্বর | সম্পদের বিবরণ | নিজ নামে | স্ত্রী/স্বামীর নামে | নির্ভরশীলের নামে | যৌথ মালিকানা | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কৃষি জমির পরিমাণ ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য | | | | | |
| ২ | অকৃষি জমি ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য | | | | | |
| ৩ | দালান, আবাসিক/ বাণিজ্যিক সংখ্যা, অবস্থান ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য | | | | | |
| ৪ | বাড়ি/এপার্টমেন্টের সংখ্যা ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য | | | | | |
| ৫ | চা বাগান,রাবার বাগান, মৎস্য খামার ইত্যাদির মূল্য সংখ্যা ও আর্থিক পরিমাণ | | | | | |
| ৬ | অন্যান্য (বিস্তারিত বিবরণ, বর্তমান মূল্যসহ) | | | | | |

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করুন)

(গ) দায়-দেনাসমূহ

| দায়-দেনাসমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা | পরিমাণ |
|---|---|
| | |

(পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

৭. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ (অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

(ক) আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করি নাই।

অথবা

(খ) আমি আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে ঐ সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করিলাম ঃ

| ঋণের ধরণ | ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) | পুনঃ তফসিলীকরণ করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| একক | | | | |
| যৌথ | | | | |
| নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ | | | | |
| কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে | | | | |

আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদ্‌সংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

এতদ্‌দ্বারা জনাব/বেগম ☐

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম ঃ ☐

মাতার নাম ঃ ☐

ঠিকানা ঃ ☐

যিনি জনাব/বেগম ঃ ☐

(সনাক্তকারীর নাম)

ঠিকানা ঃ ☐

এর মাধ্যমে সনাক্তকৃত হইয়া অদ্য ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐

বৎসর তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিকের স্বাক্ষর

**........... সিটি কর্পোরেশনের ........ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন ফরম (ক-১) পূরণের নির্দেশিকা**

(১) প্রথম খন্ড ঃ মনোনয়ন

১.১. প্রথম অংশ ঃ প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

১.২. দ্বিতীয় অংশ ঃ সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

১.৩. তৃতীয় অংশ ঃ মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(২) দ্বিতীয় খন্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

(৩) তৃতীয় খন্ডঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(৪) চতুর্থ খন্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(৫) পঞ্চম খন্ডঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

| সংযুক্তি হিসাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে |
|---|

১. হলফনামা (প্রার্থীর সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত সনদপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)

২. নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তির উৎস/উৎসসমূহের বিবরণী

৩. সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৪. জামানতের টাকা জমাদানের রসিদ/ট্রেজারী চালানের কপি

নি ক মনোগ্রাম

ক্রমিক নম্বর [ ]

ফরম–ক-১

[বিধি ১২ (৩) দ্রষ্টব্য]

## সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

[ ] সিটি কর্পোরেশন

সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নম্বর- [ ][ ] থানা [ ]

---

### প্রথম খন্ড : মনোনয়ন

প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, [ ]

(প্রস্তাবকারীর নাম)

ভোটার নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর [ ] ,

(ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম [ ] ওয়ার্ড নম্বর [ ][ ] এতদ্‌দ্বারা

(প্রস্তাবকারীর ভোটার এলাকার নাম)

[ ] সিটি কর্পোরেশনের [ ][ ] নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(সিটি কর্পোরেশনের নাম)

[ ] ,

(প্রার্থীর নাম)

[ ] ,

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

এর নাম প্রস্তাব করিতেছি।

(২) আমি এতদ্‌দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/টিপসই

## দ্বিতীয় অংশ

## (সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, ______________________

(সমর্থনকারীর নাম)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | |

(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর ______________________

(ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ______________ ওয়ার্ড নম্বর | | | এতদ্‌দ্বারা

(সমর্থনকারীর ভোটার এলাকার নাম)

______________ সিটি কর্পোরেশনের | | | নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর

(সিটি কর্পোরেশনের নাম)

নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

______________________ ,

(প্রার্থীর নাম)

______________________ ,

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | |

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

এর মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

(২) আমি এতদ্‌দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি সমর্থনকারী বা প্রস্তাবকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ | | | দিন | | | মাস | | | | | বৎসর

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

## তৃতীয় অংশ
## (মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি, [ ]

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম [ ]

ঠিকানা [ ]

ভোটার নম্বর [ ]

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর [ ]

(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম [ ] ওয়ার্ড নম্বর [ ][ ]

(প্রার্থীর ভোটার এলাকার নাম)

(১) এতদ্‌দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি—

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর ধারা ৯(১) অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য।

(খ) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর ধারা ৯(২) অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলররূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নই।

(গ) একাধিক পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করি নাই।

(২) আমি নির্ধারিত ফরমে হলফনামা মনোনয়নপত্রের সহিত সংযুক্ত করিলাম।

(৩) আমার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৪) (ক) আমি আয়কর দাতা নহি [ ]।

অথবা

(খ) আমি আয়কর দাতা [ ]। আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৫) আমার পছন্দকৃত প্রতীকের নাম [ ]।

(৬) বিধি ১৩(১) অনুসারে জমাকৃত টাকার রসিদ/ট্রেজারী চালান এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

প্রার্থীর ছবি

## দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

(এখানে প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট সাইজের এক কপি সত্যায়িত ছবি লাগাইতে হইবে)

১। প্রার্থীর নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। মাতার নাম ঃ

৪। স্বামী/স্ত্রীর নাম ঃ

৫। জন্ম তারিখ ঃ দিন মাস বৎসর

৬। বয়স ঃ বৎসর মাস দিন

৭। জন্মস্থান ঃ

(জেলার নাম)

৮। ঠিকানা ঃ

| স্থায়ী | বর্তমান |
|---|---|
| | |

৯। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ঃ

| | |
|---|---|
| টেলিফোন নম্বর | |
| মোবাইল নম্বর | |
| ই-মেইল ঠিকানা | |

১০। লিঙ্গ (টিক ☑ চিহ্ন দিন) ঃ পুরুষ ☐ মহিলা ☐

১১। বৈবাহিক অবস্থা ঃ অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐

১২। পেশা ঃ

১৩। বর্তমান কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানা ঃ

নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

১৪। স্বামী/স্ত্রীর পেশা ঃ

১৫। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

| ক্রমিক নম্বর | সন্তানের নাম | জন্ম তারিখ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা ও কর্মস্থল / প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | বৈবাহিক অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

তারিখ ঃ দিন মাস বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

## তৃতীয় খণ্ড

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি
প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী

প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর নাম

কর্তৃক [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর তারিখ বেলা [ ][ ] ঘটিকায়

আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ ঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

## চতুর্থ খণ্ড

### মনোনয়ন গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষান্তে গ্রহণ/বাতিল করিলাম।

মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে কারণসমূহ

| |
|---|
| |

তারিখ ঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

পঞ্চম খণ্ড

প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা [ ]

[ ] সিটি কর্পোরেশনে [ | ] নম্বর সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড হইতে কাউন্সিলর

নির্বাচনের জন্য প্রার্থী [ ] এর মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/ প্রস্তাবকারী/
(প্রার্থীর নাম)

সমর্থনকারী কর্তৃক [ | ] দিন [ | ] মাস [ | | | ] বৎসর তারিখ [ | ] ঘটিকায়

আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র [ | ] দিন [ | ] মাস [ | | | ] বৎসর

তারিখ বেলা [ | ] ঘটিকায় [ ] এ বাছাই করা হইবে।
(স্থান)

তারিখ ঃ [ | ] দিন [ | ] মাস [ | | | ] বৎসর [ ]

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

## হলফনামা

(প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, ______________________________ ,

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম ______________________________ ,

মাতার নাম ______________________________

ঠিকানা ______________________________

______________ সিটি কর্পোরেশনের ☐☐ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের

কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক। আমি এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১. আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা ______________ এবং সার্টিফিকেটের

(উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম)

সত্যায়িত কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

২.ক. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি ______________ ।

অথবা

২.খ. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ ঃ

| ক্রমিক নম্বর | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

৩.ক. অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই ______________ ।

অথবা

৩.খ. অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং তাহার ফলাফলের বিবরণঃ

| ক্রমিক নম্বর | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | | | | |
| ২ | | | | |
| ৩ | | | | |

৪. আমার ব্যবসা/ পেশার বিবরণী ঃ

| |
|---|
| |

৫. আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস/ উৎসসমূহ ঃ

| ক্রমিক নম্বর | আয়ের উৎসের বিবরণ | এই খাত হইতে প্রার্থীর বাৎসরিক আয় | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় |
|---|---|---|---|
| ১ | কৃষিখাত | | |
| ২ | বাড়ি/এপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া | | |
| ৩ | ব্যবসা | | |
| ৪ | শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত | | |
| ৫ | পেশা (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন, পরামর্শক ইত্যাদি) | | |
| ৬ | চাকুরী | | |
| ৭ | অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া) | | |

৬. আমার, আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের এবং আমার স্ত্রী/স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণী ঃ

(ক) অস্থাবর সম্পদ

| ক্রমিক নম্বর | মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরন | নিজ নামে | স্ত্রী/স্বামীর নামে | নির্ভরশীলদের নামে |
|---|---|---|---|---|
| ১ | নগদ টাকার পরিমাণ | | | |
| ২ | বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ (মুদ্রার নামসহ) | | | |
| ৩ | ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ | | | |
| ৪ | বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) | | | |
| ৫ | পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগের পরিমাণ | | | |
| ৬ | বাস, ট্রাক, মটরগাড়ী ও মটরসাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) | | | |
| ৭ | স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) | | | |
| ৮ | ইলেকট্রনিক সামগ্রীর বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) | | | |
| ৯ | আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ | | | |
| ১০ | অন্যান্য | | | |

**(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করুন)**

## (খ) স্থাবর সম্পদ

| ক্রমিক নম্বর | সম্পদের বিবরণ | নিজ নামে | স্ত্রী/স্বামীর নামে | নির্ভরশীলের নামে | যৌথ মালিকানা | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কৃষি জমির পরিমাণ ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য | | | | | |
| ২ | অকৃষি জমি ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য | | | | | |
| ৩ | দালান, আবাসিক/ বাণিজ্যিক সংখ্যা, অবস্থান ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য | | | | | |
| ৪ | বাড়ি/এপার্টমেন্টের সংখ্যা ও | | | | | |
| ৫ | চা বাগান,রাবার বাগান, মৎস্য খামার ইত্যাদির মূল্য সংখ্যা ও | | | | | |
| ৬ | অন্যান্য (বিস্তারিত বিবরণ, বর্তমান মূল্যসহ) | | | | | |

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করুন)

## (গ) দায়-দেনাসমূহ

| দায়-দেনাসমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা | পরিমাণ |
|---|---|
| ১ | ২ |
| | |

(পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

৭. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ (অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

(ক) আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করি নাই।

অথবা

(খ) আমি আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে ঐ সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করিলামঃ

| ঋণের ধরন | ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) | পুনঃ তফসিলীকরণ করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| একক | | | | |
| যৌথ | | | | |
| নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ | | | | |
| কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে | | | | |

আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদ্‌সঙ্গে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

এতদ্বারা জনাব/বেগম ____________________

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম ঃ ____________________

মাতার নাম ঃ ____________________

ঠিকানা ঃ ____________________

যিনি জনাব/বেগম ঃ ____________________

(সনাক্তকারীর নাম)

ঠিকানা ঃ ____________________

এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিকের স্বাক্ষর

…………………. সিটি কর্পোরেশনের ………. নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য

মনোনয়ন ফরম (ক-২) পূরণের নির্দেশিকা

(১) প্রথম খণ্ড ঃ মনোনয়ন

১.১. প্রথম অংশ ঃ প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

১.২. দ্বিতীয় অংশ ঃ সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

১.৩. তৃতীয় অংশ ঃ মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(২) দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

(৩) তৃতীয় খণ্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(৪) চতুর্থ খণ্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(৫) পঞ্চম খণ্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

সংযুক্তি হিসাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে

১. হলফনামা (প্রার্থীর সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত সনদপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)

২. নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তির উৎস/উৎসসমূহের বিবরণী

৩. সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৪. জামানতের টাকা জমাদানের রসিদ/ট্রেজারী চালানের কপি

নি ক মনোগ্রাম

ক্রমিক [ ]

ফরম–ক-২

[ বিধি ১২ (৩) দ্রষ্টব্য]

সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

[ ] সিটি কর্পোরেশন

সাধারণ আসনের ওয়ার্ড নম্বর [ ][ ][ ] থানা [ ]

---

প্রথম খণ্ড : মনোনয়ন

প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারীকর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, [ ]

(প্রস্তাবকারীর নাম)

ভোটার নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর [ ]

(ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম [ ] ওয়ার্ড নম্বর [ ][ ][ ] এতদ্‌দ্বারা

(প্রস্তাবকারীর ভোটার এলাকার নাম)

[ ] সিটি কর্পোরেশনের [ ][ ][ ] নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(সিটি কর্পোরেশনের নাম)

| |
|---|
| |

(প্রার্থীর নাম)

| |
|---|
| |

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

এর নাম প্রস্তাব করিতেছি।

(২) আমি এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

## দ্বিতীয় অংশ
(সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, ____________________
(সমর্থনকারীর নাম)

ভোটার নম্বর ____________________
(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর ____________________
(ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ____________ ওয়ার্ড নম্বর ________ এতদ্‌দ্বারা
(স...াম)

____________ সিটি কর্পোরেশনের ________ নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের
(সিটি কর্পোরেশনের নাম) কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

____________________
প্রার্থীর নাম

____________________
(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর ____________________
(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

এর মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

(২) আমি এতদ্‌দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি সমর্থনকারী বা প্রস্তাবকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ ______ দিন ______ মাস ________ বৎসর ____________
সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

## তৃতীয় অংশ

## (মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি, 

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম 

ঠিকানা 

ভোটার নম্বর 

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর 

(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম  ওয়ার্ড নম্বর 

(প্রার্থীর ভোটার এলাকার নাম)

(১) এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি—

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর ধারা ৯(১) অনুযায়ী সাধারণ আসনের কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য।

(খ) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর ধারা ৯(২) অনুযায়ী সাধারণ আসনের কাউন্সিলররূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নই।

(গ) একাধিক পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করি নাই।

(২) আমি নির্ধারিত ফরমে হলফনামা মনোনয়নপত্রের সহিত সংযুক্ত করিলাম।

(৩) আমার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৪) (ক) আমি আয়কর দাতা নহি ☐

অথবা

(খ) আমি আয়কর দাতা ☐ । আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৫) আমার পছন্দকৃত প্রতীকের নাম ☐

(৬) বিধি ১৩(১) অনুসারে জমাকৃত টাকার রসিদ/ট্রেজারী চালান এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ তারিখ ☐

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

প্রার্থীর ছবি

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

(এখানে প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট সাইজের এক কপি সত্যায়িত ছবি লাগাইতে হইবে)

১। প্রার্থীর নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। মাতার নাম ঃ

৪। স্বামী/স্ত্রীর নাম ঃ

৫। জন্ম তারিখ ঃ দিন মাস বৎসর

৬। বয়স ঃ বৎসর মাস দিন

৭। জন্মস্থান ঃ

(জেলার নাম)

৮। ঠিকানা ঃ

| স্থায়ী | বর্তমান |
|---|---|
| | |

৯। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ঃ

| | |
|---|---|
| টেলিফোন নম্বর | |

| | |
|---|---|
| মোবাইল নম্বর | |
| ই-মেইল ঠিকানা | |

১০। লিঙ্গ (টিক ☑ চিহ্ন দিন) ঃ পুরুষ ☐ মহিলা ☐

১১। বৈবাহিক অবস্থা ঃ অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐

১২। পেশা ঃ ☐

১৩। বর্তমান কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানা ঃ

নাম ঃ ☐

ঠিকানা ঃ ☐

১৪। স্বামী/স্ত্রীর পেশা ঃ ☐

১৫। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

| ক্রমিক নম্বর | সন্তানের নাম | জন্ম তারিখ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা ও কর্মস্থল / প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | বৈবাহিক অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর ☐

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

## তৃতীয় খণ্ড

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী ☐

প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর নাম

কর্তৃক ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর তারিখ বেলা ☐☐ ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর ☐

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

## চতুর্থ খণ্ড

## মনোনয়ন গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষান্তে গ্রহণ/বাতিল করিলাম।

**মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে কারণসমূহ**

| |
|---|
| |

তারিখঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

## পঞ্চম খণ্ড

## প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা [ ]

[ ] সিটি কর্পোরেশনের [ ] [ ] [ ] নম্বর সাধারণ ওয়ার্ড হইতে কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য প্রার্থী

[ ]

(প্রার্থীর নাম)

এর মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী কর্তৃক [ ] [ ] দিন [ ] [ ] মাস [ ] [ ] [ ] [ ] বৎসর তারিখ [ ] [ ] ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র [ ] [ ] দিন [ ] [ ] মাস [ ] [ ] [ ] [ ] বৎসর তারিখ বেলা [ ] [ ] ঘটিকায় [ ] এ বাছাই করা হইবে।

(স্থান)

তারিখঃ [ ] [ ] দিন [ ] [ ] মাস [ ] [ ] [ ] [ ] বৎসর [ ]

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

## হলফনামা
(প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, ______________________________ ,
(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম ______________________________ ,

মাতার নাম ______________________________

ঠিকানা ______________________________

______________ সিটি কর্পোরেশনের ☐☐☐ নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক। আমি এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১. আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা ______________________________
(উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম)
এবং সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

২.ক. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি ☐ ।

অথবা

২.খ. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ ঃ

| ক্রমিক নম্বর | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের | যে আদালত মামলাটি আমলে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|

| | করা হইয়াছে | নিয়াছে | | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

৩.ক. অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই ☐।

অথবা

৩.খ. অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং তাহার ফলাফলের বিবরণঃ

| ক্রমিক নম্বর | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | | | | |
| ২ | | | | |
| ৩ | | | | |

৪. আমার ব্যবসা/ পেশার বিবরণী ঃ

| |
|---|
| |

৫. আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস/ উৎসসমূহ ঃ

| ক্রমিক নম্বর | আয়ের উৎসের বিবরণ | এই খাত হইতে প্রার্থীর বাৎসরিক আয় | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় |
|---|---|---|---|
| ১ | কৃষিখাত | | |
| ২ | বাড়ি/এপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩ | ব্যবসা | | |
| ৪ | শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত | | |
| ৫ | পেশা (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন, পরামর্শক ইত্যাদি) | | |
| ৬ | চাকুরী | | |
| ৭ | অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া) | | |

৬. আমার, আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের এবং আমার স্ত্রী/স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণী ঃ

(ক) অস্থাবর সম্পদ

| ক্রমিক নম্বর | মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরণ | নিজ নামে | স্ত্রী/স্বামীর নামে | নির্ভরশীলদের নামে |
|---|---|---|---|---|
| ১ | নগদ টাকার পরিমাণ | | | |
| ২ | বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ (মুদ্রার নামসহ) | | | |
| ৩ | ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ | | | |
| ৪ | বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) | | | |
| ৫ | পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগের পরিমাণ | | | |

| ক্রমিক নম্বর | মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরণ | নিজ নামে | স্ত্রী/স্বামীর নামে | নির্ভরশীলদের নামে |
|---|---|---|---|---|
| ৬ | বাস, ট্রাক, মটরগাড়ী ও মটরসাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) | | | |
| ৭ | স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) | | | |
| ৮ | ইলেকট্রনিক সামগ্রীর বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) | | | |
| ৯ | আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ | | | |
| ১০ | অন্যান্য | | | |

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করুন)

## (খ) স্থাবর সম্পদ

| ক্রমিক নম্বর | সম্পদের বিবরণ | নিজ নামে | স্ত্রী/স্বামীর নামে | নির্ভরশীলের নামে | যৌথ মালিকানা | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কৃষি জমির পরিমাণ ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য | | | | | |
| ২ | অকৃষি জমি ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য | | | | | |
| ৩ | দালান, আবাসিক/ বাণিজ্যিক সংখ্যা, অবস্থান ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪ | বাড়ি/এপার্টমেন্টের সংখ্যা | | | | | |
| ৫ | চা বাগান,রাবার বাগান, মৎস্য খামার ইত্যাদির মূল্য সংখ্যা ও আর্থিক পরিমাণ | | | | | |
| ৬ | অন্যান্য (বিস্তারিত বিবরণ, বর্তমান মূল্যসহ) | | | | | |

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করুন)

(গ) দায়-দেনাসমূহ

| দায়-দেনাসমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা | পরিমাণ |
|---|---|
| ১ | ২ |
| | |

(পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

৭. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ (অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

(ক) আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করি নাই।

অথবা

(খ) আমি আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর

হওয়ার সুবাদে ঐ সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করিলামঃ

| ঋণের ধরণ | ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) | পুনঃ তফসিলীকরণ করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| একক | | | | |
| যৌথ | | | | |
| নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ | | | | |
| কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে | | | | |

আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদ্‌সঙ্গে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর ☐

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

এতদ্বারা জনাব/বেগম ☐

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম ঃ ☐

মাতার নাম ঃ ☐

ঠিকানা ঃ

যিনি জনাব/বেগম ঃ

(সনাক্তকারীর নাম)

ঠিকানা ঃ

এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর তারিখে আমার সম্মুখে

শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।

তারিখ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিকের স্বাক্ষর

নি ক মনোগ্রাম

**ফরম-খ**

[ বিধি ১৩ (৩) দ্রষ্টব্য ]

**(জামানত বহির ফরম)**

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রার্থীর নাম | মনোনয়ন পত্রের ক্রমিক সংখ্যা | জমাকৃত টাকার পরিমাণ | ব্যাংক বা ট্রেজারী রসিদের বিবরণ বা নগদ টাকা প্রাপ্ত হইলে ফরম-গ-এ প্রদত্ত রসিদের বিবরণ | রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর | নগদ জমার ব্যবস্থা এবং মন্তব্য (যদি থাকে) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | | | | | | |

নি ক মনোগ্রাম

ফরম-গ
[ বিধি ১৩ (৪) দ্রষ্টব্য ]

রসিদ

(এই অংশ জমাদানকারীকে প্রদান করিতে হইবে)

ক্রমিক সংখ্যা [ ]

[ ] সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ [ | ]

নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর/ [ | | ]
নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের কাউন্সিলরের জন্য

প্রাপ্ত টাকার অংক [ ]

জমাদানকারী.....................................................

জামানত বহিতে ক্রমিক সংখ্যা ...............................

প্রার্থীর নাম.......................................................

তারিখ ঃ......................................

................................
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

ক্রমিক সংখ্যা.......................

.....................সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ ............নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/ ............. নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদের

প্রার্থী জনাব.....................................এর নিকট

হইতে নগদ....................................... টাকা (অক্ষরে)

.................... টাকা (কথায়) বুঝিয়া পাইলাম এবং জামানত বহিতে.................. ক্রমিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিলাম।

তারিখ ঃ......................................

................................................
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

(বিঃ দ্রঃ অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

নি ক মনোগ্রাম

ফরম-ঘ
[ বিধি ১৬ দ্রষ্টব্য ]

______ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/সংরক্ষিত আসনের/ সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা

ওয়ার্ড নম্বর [ | | ] (কাউন্সিলরের জন্য)

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রার্থীর নাম | প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম | প্রার্থীর ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |

১.

২.

৩.

৪.

৫.

---

স্থানঃ ______

______
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

তারিখ ঃ [ | ] দিন [ | ] মাস [ | | | ] বৎসর

---

(বিঃ দ্রঃ অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

নি ক মনোগ্রাম

ফরম-৬
[ বিধি ২১ দ্রষ্টব্য ]

[ ] সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ [ ] নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/

[ ] নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের রিটার্ন

এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম [ ]

পিতা/স্বামী [ ]

ঠিকানা [ ]

সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ [ ] নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/ [ ] নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

[ ]

তারিখ ঃ [ ] দিন [ ] মাস [ ] বৎসর রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

---

(বিঃ দ্রঃ অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

নি ক মনোগ্রাম

ফরম-চ
[ বিধি ২২ (২) দ্রষ্টব্য ]

[ ] সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ [ | ] নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/ [ | | ] নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা

সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নম্বর [ | | ] (কাউন্সিলরের জন্য), সাধারণ আসনের ওয়ার্ড নম্বর [ | | ] (কাউন্সিলরের জন্য)

| ক্রমিক সংখ্যা | বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা | বরাদ্দকৃত প্রতীক |
|---|---|---|---|
| ১. | | | |
| ২. | | | |
| ৩. | | | |
| ৪. | | | |
| ৫. | | | |

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, আগামী ..................................তারিখে সকাল ............ঘটিকা হইতে বিকাল........ ঘটিকা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হইবে।

স্থান [ ]

[ ]
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

তারিখ ঃ [ | ] দিন [ | ] স [ | | | ]

(বিঃ দ্রঃ অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

ফরম-ছ

[ বিধি ২৯ (১) দ্রষ্টব্য ]

| মেয়র নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র | মেয়র নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার |
|---|---|
| ক্রমিক সংখ্যা.................................... <br> ওয়ার্ড নম্বর........................................ <br> ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা...... <br> ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি | নাম..........................প্রতীক........................ <br> নাম..........................প্রতীক........................ <br> নাম..........................প্রতীক........................ |

ফরম-ছ-১

[ বিধি ২৯ (২) দ্রষ্টব্য ]

| সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র | সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার |
|---|---|
| ক্রমিক সংখ্যা................................ <br> সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নম্বর ....................... <br> ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা............. <br> ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি | নাম........................প্রতীক.......................... <br> নাম........................প্রতীক.......................... <br> নাম........................প্রতীক.......................... |

ফরম-ছ-২

[ বিধি ২৯ (৩) দ্রষ্টব্য ]

| সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র | সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার |
|---|---|
| ক্রমিক সংখ্যা................................ <br> সাধারণ আসনের ওয়ার্ড নম্বর .......................... <br> ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা............ <br> ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি | নাম..........................প্রতীক......................... <br> নাম..........................প্রতীক........................ <br> নাম..........................প্রতীক....................... |

নি ক মনোগ্রামনি
ক মনোগ্রাম

**ফরম-জ**

[ বিধি ৩৫ দ্রষ্টব্য ]

**আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা**

**সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর/সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচন**

ওয়ার্ড নম্বর [ ] [ ] [ ] (কাউন্সিলরের জন্য)

ভোটকেন্দ্রের নম্বর এবং নাম [ ]

| ক্রমিক সংখ্যা | ভোটারের নাম | ভোটার যে ওয়ার্ডে ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়াছেন তাহার নম্বর | ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা | আপত্তিকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর বা টিপসহি | আপত্তিকৃত ব্যক্তির ঠিকানা | সনাক্তকারীর নাম (যদি থাকে) | আপত্তিকারীর নাম ও ঠিকানা | প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| | | | | | | | | |

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, আপত্তিকৃত প্রত্যেক ভোট বাবদ একশত টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আদায়কৃত মোট.................. টাকা রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে।

স্থান [ ]

তারিখঃ [ ] [ ] দিন [ ] [ ] মাস [ ] [ ] [ ] [ ] বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

নি ক মনোগ্রাম

ফরম -ঝ
[ বিধি ২৮ দ্রষ্টব্য ]

ব্যালট বাক্সের হিসাব

সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর/সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচন

ওয়ার্ড নম্বর

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম

| ভোটকক্ষের নম্বর | ব্যালট বাক্সের ক্রমিক নম্বর | ব্যালট বাক্স গ্রহণকারী পোলিং অফিসারের স্বাক্ষর | তারিখ এবং সময় | পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর, যদি কেহ সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষরদানে ইচ্ছুক | প্রিজাইডিং অফিসারের মন্তব্য ( যদি থাকে) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ইস্যুকৃত ব্যালট বাক্সের মোট সংখ্যা ঃ

ব্যবহৃত ব্যালট বাক্সের মোট সংখ্যা ঃ

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

নি ক মনোগ্রামনি
ক মনোগ্রাম

**ফরম - ঙ**

[ বিধি ৪০ দ্রষ্টব্য ]

## মেয়র পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণ

☐ সিটি কর্পোরেশন ☐☐☐ নম্বর ওয়ার্ড

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম ☐

| ক্রমিক নম্বর | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীক | আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা | | | অবৈধ ভোটের সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বৈধ ভোট | আপত্তিকৃত বৈধ ভোট | মোট | অবৈধ ভোট | আপত্তিকৃত অবৈধ ভোট | মোট |
| ১ | ২ | ৩ | ৪(ক) | ৪(খ) | ৪(গ) | ৫(ক) | ৫(খ) | ৫(গ) |
| ১। | | | | | | | | |
| ২। | | | | | | | | |
| ৩। | | | | | | | | |
| ৪। | | | | | | | | |
| ৫। | | | | | | | | |

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

নি ি ক মনোগ্রাম

ফরম-ঞ -১
[ বিধি ৪০ দ্রষ্টব্য ]

## সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণ
(যেই ক্ষেত্রে একটি ওয়ার্ডের জন্য একাধিক ভোটকেন্দ্র)

[ ] সিটি কর্পোরেশন [ ][ ] নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ড [ ] থানা

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম [ ]

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীক | আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা | | | অবৈধ ভোটের সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বৈধ ভোট | আপত্তিকৃত বৈধ ভোট | মোট | অবৈধ ভোট | আপত্তিকৃত অবৈধ ভোট | মোট |
| ১ | ২ | ৩ | ৪(ক) | ৪(খ) | ৪(গ) | ৫(ক) | ৫(খ) | ৫(গ) |

১।

২।

৩।

৪।

৫।

তারিখঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

বনি ক মনোগ্রাম

ফরম-ঞ -২
[ বিধি ৪০ দ্রষ্টব্য ]

## সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণ
(যেই ক্ষেত্রে একটি ওয়ার্ডের জন্য একাধিক ভোটকেন্দ্র)

[ ] সিটি কর্পোরেশন [ ] নম্বর সাধারণ ওয়ার্ড [ ] থানা

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম [ ]

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীক | আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা | | | অবৈধ ভোটের সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বৈধ ভোট | আপত্তিকৃত বৈধ ভোট | মোট | অবৈধ ভোট | আপত্তিকৃত অবৈধ ভোট | মোট |
| ১ | ২ | ৩ | ৪(ক) | ৪(খ) | ৪(গ) | ৫(ক) | ৫(খ) | ৫(গ) |
| ১। | | | | | | | | |
| ২। | | | | | | | | |
| ৩। | | | | | | | | |
| ৪। | | | | | | | | |
| ৫। | | | | | | | | |

তারিখঃ [ ] দিন [ ] মাস [ ] বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

নি ক মনোগ্রামনি
ক মনোগ্রাম

ফরম - ট

[ বিধি ৪১ (৪) দ্রষ্টব্য ]

## মেয়র নির্বাচনের ব্যালট পেপারের হিসাব

[ ] সিটি কর্পোরেশন [ ][ ][ ] নম্বর ওয়ার্ড

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম [ ]

মোট ভোটার সংখ্যা [ ]

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা [ ] হইতে [ ]

মোট [ ]

২। ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা [ ]

(ক) ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা [ ]

(খ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা [ ]

(গ) হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা [ ]

(ঘ) বিনষ্ট হওয়ার কারণে বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যা [ ]

৩। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা [ ] হইতে [ ] মোট [ ]

৪। ক্রমিক নম্বর (২) ও (৩) এ বর্ণিত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা [ ]

[(১) নম্বর দফার মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]

স্থান [ ]

তারিখঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর, নাম ও পদবী

### প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনী এজেন্টদের/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

| নাম | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে) | স্বাক্ষর |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

নি ক মনোগ্রাম

ফরম - ট-১

সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের ব্যালট পেপারের হিসাব

[ বিধি ৪১ (৪) দ্রষ্টব্য ]

_____ সিটি কর্পোরেশন __ __ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ড _____ থানা

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম _____

মোট ভোটার সংখ্যা _____

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা _____ হইতে _____

মোট _____

২। ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা _____

(ক) ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা _____

(খ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা _____

(গ) হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা _____

(ঘ) বিনষ্ট হওয়ার কারণে বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যা _____

৩। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা _____ হইতে _____ মোট _____

৪। ক্রমিক নম্বর (২) ও (৩) এ বর্ণিত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা _____

[(১) নম্বর দফার মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]

স্থান _____

তারিখঃ __ __ দিন __ __ মাস __ __ __ __ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর,
নাম ও পদবী

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনী এজেন্টদের/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

| নাম | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে) | স্বাক্ষর |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

নি ক

ফরম - ট-২

## সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের ব্যালট পেপারের হিসাব

[ বিধি ৪১ (৪) দ্রষ্টব্য ]

______ সিটি কর্পোরেশন ______ নম্বর সাধারণ ওয়ার্ড ______ থানা

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম ______

মোট ভোটার সংখ্যা ______

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ______ হইতে ______

মোট ______

২। ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা ______

(ক) ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা ______

(খ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা ______

(গ) হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা ______

(ঘ) বিনষ্ট হওয়ার কারণে বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যা ______

৩। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ______ হইতে ______ মোট ______

৪। ক্রমিক নম্বর (২) ও (৩) এ বর্ণিত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা ______

[(১) নম্বর দফার মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]

স্থান ______

তারিখ ______ দিন ______ মাস ______ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর,নাম ও পদবী

### প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনী এজেন্টদের/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

| নাম | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে) | স্বাক্ষর |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

নি ক মনোগ্রাম

ফরম - ঠ
[ বিধি ৪৩ (৬) দ্রষ্টব্য ]

সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত গণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী

| ক্রমিক নম্বর | ভোট কেন্দ্রের নাম | মোট ভোটার সংখ্যা | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা (আপত্তিকৃত ভোটসহ) | | | | | | প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা | | | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ক * | খ * | গ * | ঘ * | ঙ * | চ * | বৈধ | বাতিল কৃত | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪(ক) | ৪(খ) | ৪(গ) | ৪(ঘ) | ৪(ঙ) | ৪(চ) | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| সর্বোমোট | | | | | | | | | | | | |

এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম

পিতা/স্বামী

ঠিকানা

মেয়র পদে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্থান ঃ

তারিখ দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

*প্রার্থীর নাম ও প্রতীক

নি ক মনোগ্রাম

ফরম - ঠ-১
[ বিধি ৪৩ (৬) দ্রষ্টব্য ]

## সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত গণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী

[ ] সিটি কর্পোরেশন [ ][ ] নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ড

| ক্রমিক নম্বর | ভোট কেন্দ্রের নাম | মোট ভোটার সংখ্যা | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা (আপত্তিকৃত ভোটসহ) | | | | | | প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা | | | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ক * | খ * | গ * | ঘ * | ঙ * | চ * | বৈধ | বাতিল-কৃত | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪(ক) | ৪(খ) | ৪(গ) | ৪(ঘ) | ৪(ঙ) | ৪(চ) | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| সর্বোমোট | | | | | | | | | | | | |

এতদ্‌দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম [ ]

পিতা/স্বামী [ ]

ঠিকানা [ ] কাউন্সিলর পদে

যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্থান ঃ [ ]

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

* প্রার্থীর নাম ও প্রতীক

নি ক মনোগ্রাম

ফরম - ঠ-২
[ বিধি ৪৩ (৬) দ্রষ্টব্য ]

**সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত গণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী**

[ ] সিটি কর্পোরেশন [ ][ ][ ] নম্বর সাধারণ ওয়ার্ড

| ক্রমিক নম্বর | ভোট কেন্দ্রের নাম | মোট ভোটার সংখ্যা | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা (আপত্তিকৃত ভোটসহ) | | | | | | প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা | | | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ক * | খ * | গ * | ঘ * | ঙ * | চ * | বৈধ | বাতিল-কৃত | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪(ক) | ৪(খ) | ৪(গ) | ৪(ঘ) | ৪(ঙ) | ৪(চ) | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| সর্বোমোট | | | | | | | | | | | | |

এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম [ ]

পিতা/স্বামী [ ]

ঠিকানা [ ] কাউন্সিলর পদে

যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্থান ঃ [ ]

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

* প্রার্থীর নাম ও প্রতীক

নি ক মনোগ্রাম

ফরম-ড

[ বিধি ৪৪ দ্রষ্টব্য ]

## মেয়র ও কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত ঘোষিত প্রার্থীগণের তালিকা

[ ] সিটি কর্পোরেশন

| ক্রমিক নম্বর | নির্বাচিত ঘোষিত প্রার্থীগণের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা (মনোনয়নপত্রে যেইরূপ দেওয়া হইয়াছে) | যেই ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন তাহার নম্বর | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | | |

তারিখ [ | ] দিন [ | ] মাস [ | | | ] বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

(বিঃ দ্রঃ প্রথমে মেয়র, তারপর সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর, তারপর সাধারণ আসনের কাউন্সিলরগণের নাম লিখিতে হইবে)

নি ক মনোগ্রাম

ফরম - ঢ

[ বিধি ৪৯ দ্রষ্টব্য ]

☐ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ ☐☐ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/ ☐☐☐ নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের নিমিত্তে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী

প্রার্থীর নাম ☐

প্রার্থীর ঠিকানা ☐

ক অংশ ঃ নিজ আয় হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

| সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ | আয়ের উৎস |
|---|---|
| | |

খ অংশ ঃ আত্মীয়-স্বজন হইতে ধার বা কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

| সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ | আত্মীয়-স্বজনের নাম | আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা | সম্পর্ক | আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

গ অংশ ঃ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রদত্ত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

| সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ | আত্মীয়-স্বজনের নাম | আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা | সম্পর্ক | আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

ঘ অংশ ঃ আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ধার বা কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

| সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ | ব্যক্তির নাম | ব্যক্তির ঠিকানা |
|---|---|---|
| | | |

ঙ অংশ ঃ আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

| সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ | ব্যক্তির নাম | ব্যক্তির ঠিকানা |
|---|---|---|
| | | |

চ অংশ ঃ ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ অংশে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

| সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ | ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা | আয়ের উৎস |
|---|---|---|
| | | |

তারিখ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

নি ক মনোগ্রাম

ফরম - ণ
[ বিধি ৫২ (১) দ্রষ্টব্য ]

☐ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/☐☐ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/☐☐☐ নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের নিমিত্ত নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ণ

প্রার্থীর নাম ☐

প্রার্থীর ঠিকানা ☐

নির্বাচনী এজেন্টের নাম ☐

নির্বাচনী এজেন্টের ঠিকানা ☐

অংশ ক ঃ নির্বাচনী ব্যয়ের সারসংক্ষেপ

১.এ-অর্থ পরিশোধের প্রকার

| অর্থ পরিশোধের ধরন | টাকা |
|---|---|
| ১. পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ | |
| ২. দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থ | |
| ৩. বিতর্কিত দাবী | |
| নির্বাচনী মোট খরচ* | |

১.বি-অর্থ ব্যয়ের শ্রেণী

| ব্যয়ের উদ্দেশ্য | টাকা |
|---|---|
| ১. প্রচারণা বাবদ | |
| ২. পরিবহণ বাবদ | |
| ৩. জনসভা বাবদ | |
| ৪. নির্বাচনী ক্যাম্প বাবদ | |
| ৫. এজেন্ট ও অন্যান্য ষ্টাফ খরচ বাবদ | |
| ৬. আবাসন ও প্রশাসনিক খরচ বাবদ | |
| নির্বাচনী মোট খরচ* | |

*১.এ এবং ১.বি এর মোট খরচ একই পরিমাণ হইতে হইবে।

(ফরম- ণ -এর ২য় পৃষ্ঠা)

## অংশ খ ঃ নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব

| যে তারিখে ব্যয় করা হয় বা ব্যয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয় | ব্যয়ের প্রকৃতি | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | | | অর্থ পরিশোধের তারিখ | অর্থ পরিশোধ কারীর নাম ও ঠিকানা | পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে ভাউচার সমূহের ক্রমিক নম্বর | অপরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে বিলসমূহর ক্রমিক নম্বর (যদি থাকে) | অপরিশোধিত অর্থ যে ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধ যোগ্য তাহার নাম ও ঠিকানা | ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, চেক নম্বর এবং তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (ক) | অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (খ) | (ক) ও (খ) এর যোগফল | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| | | | | | | | | | | |

**অংশ গ ঃ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সর্বমোট ব্যক্তিগত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণঃ** [ ]

## অংশ ঘ ঃ বিতর্কিত দাবীর হিসাব

| দাবী উত্থাপনের তারিখ | দাবী উত্থাপনকারীর নাম ও ঠিকানা | দাবীর প্রকৃতি | দাবীর পরিমাণ | দাবীকৃত অর্থ বিতর্কিত হওয়ার কারণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| | | | | |

## অংশ ঙ ঃ দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থের হিসাব

| দাবী উত্থাপনের তারিখ | দাবী উত্থাপনকারীর নাম ও ঠিকানা | অপরিশোধিত দাবীর প্রকৃতি | দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ | দাবীকৃত অর্থ অপরিশোধিত থাকার কারণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| | | | | |

## অংশ চ ঃ নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অর্থ, ইত্যাদির হিসাব

| নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক অর্থ, সিকিউরিটি বা উহার সমতুল্য অর্থ গ্রহণের তারিখ | অর্থ, ইত্যাদি প্রদানকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা | অর্থের পরিমাণ অথবা সিকিউরিটির মূল্য, ইত্যাদি | অর্থ, ইত্যাদি গ্রহণ/প্রদান করার উদ্দেশ্য | ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, চেক নম্বর এবং তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| | | | | |

নি ক মনোগ্রাম

ফরম - ত

[ বিধি ৫২ (২) দ্রষ্টব্য ]

[ ] সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মেয়র/ [ | ] নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/

[ | | ] নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন

---

## যেই ক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, সেই ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা

আমি [ ]

(প্রার্থীর নাম)

[ ] সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মেয়র/ [ | ] নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/ [ | | ]

নম্বর সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি স্বয়ং আমার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী এবং সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীতে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং উক্ত বিবরণীর সহিত দাখিলকৃত সকল ভাউচার, বিল ও অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান এবং বিশ্বাসমতে সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ [ | ] দিন [ | ] মাস [ | | | ] বৎসর [ ]

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম [ ]

(প্রার্থীর নাম)

ঠিকানা [ ]

(প্রার্থীর ঠিকানা)

যিনি জনাব/বেগম [ ]

(সনাক্তকারীর নাম)

ঠিকানা [ ]

(সনাক্তকারীর ঠিকানা)

কর্তৃক সনাক্তকৃত হইয়া অদ্য [ | ] দিন [ | ] মাস [ | | | ] বৎসর তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

[ ]

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর স্বাক্ষর

ফরম - ত-১

[ বিধি ৫২ (২) দ্রষ্টব্য ]

☐ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মেয়র/ ☐☐ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/ ☐☐☐ নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন

## নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করা হইলে সেই ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা

আমি ______________________

(প্রার্থীর নাম)

☐ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ ☐☐ নম্বর সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর/ ☐☐☐ নম্বর সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি ______________________

(নির্বাচনী এজেন্টের নাম)

ঠিকানা ______________________

(নির্বাচনী এজেন্টের ঠিকানা)

-কে আমার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিয়াছি। ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত যাবতীয় পাওনা, মীমাংসাকৃত যাবতীয় দাবী এবং সকল হিসাব তাঁহার দ্বারা অথবা তাঁহার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীতে প্রদত্ত ব্যক্তিগত সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ উপরিউক্ত এজেন্ট-কে আমি সরবরাহ করিয়াছি এবং উহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং নির্ভুল।

৩। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীতে বর্ণিত অন্যান্য সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম ______________________

(প্রার্থীর নাম)

ঠিকানা ______________________

(প্রার্থীর ঠিকানা)

যিনি জনাব/বেগম ______________________

(সনাক্তকারীর নাম)

ঠিকানা ______________________

(সনাক্তকারীর ঠিকানা)

কর্তৃক সনাক্তকৃত হইয়া অদ্য ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর স্বাক্ষর

নি ক মনোগ্রাম

ফরম - ত-২

[ বিধি ৫২ (২) দ্রষ্টব্য ]

☐ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মেয়র/ ☐☐ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/

☐☐☐ নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন

---

## নির্বাচনী এজেন্টের হলফনামা

আমি ______________________

(নির্বাচনী এজেন্টের নাম)

ঠিকানা ______________________

(নির্বাচনী এজেন্টের ঠিকানা)

☐ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ ☐☐ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর / ☐☐☐

নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী

জনাব/বেগম ______________________

(প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামী ______________________

(প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম)

এর নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। আমি শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে-

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে, নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয় (প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত), প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী ও সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানা মতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীতে প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয়ের মোট পরিমাণ এবং অন্যান্য ব্যয়ের বিবরণী সম্পর্কে আমি যেই সকল তথ্য দিয়াছি এবং উক্ত বিবরণীর সহিত যেই সকল ভাউচার, বিল ও অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ দাখিল করিয়াছি তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর ☐

নির্বাচনী এজেন্টের স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম ______________________

(নির্বাচনী এজেন্টের নাম)

ঠিকানা ______________________

(নির্বাচনী এজেন্টের ঠিকানা)

যিনি জনাব/বেগম ______________________

(সনাক্তকারীর নাম)

ঠিকানা ______________________

(সনাক্তকারীর ঠিকানা)

কর্তৃক সনাক্তকৃত হইয়া অদ্য ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

______________________

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর স্বাক্ষর

নি ক মনোগ্রাম

তফসিল-২

[ বিধি ১৯ (১) (ক) দ্রষ্টব্য ]

মেয়র পদে নির্বাচন প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা

১। আনারস
২। কাপ-পিরিচ
৩। চশমা
৪। চাকা
৫। চেয়ার
৬। ছাতা
৭। জাহাজ
৮। টাইপ রাইটার
৯। টেবিল
১০। টেলিফোন
১১। টেলিভিশন
১২। তালা
১৩। দেওয়াল ঘড়ি
১৪। দোয়াত কলম
১৫। প্রজাপতি
১৬। বাঘ
১৭। মাইক
১৮। মাছ
১৯। রিক্সা
২০। হাঁস

তফসিল-৩

[ বিধি ১৯ (১) (খ) দ্রষ্টব্য ]

সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা

১। উড়োজাহাজ
২। কুমির
৩। খরগোস
৪। গীটার
৫। টিয়া পাখী
৬। ডাব
৭। তীর ধনুক
৮। পেঁপে
৯। ফুটবল
১০। ফেজ টুপী
১১। ফ্ল্যাক্স
১২। বই
১৩। বালতি
১৪। বাঁশি
১৫। বৈদ্যুতিক বাল্ব
১৬। লাটিম
১৭। হরিণ
১৮। ষ্টীল আলমারী

তফসিল-৪

[ বিধি ১৯ (১) (গ) দ্রষ্টব্য ]

সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা

১। আম
২। একতারা
৩। করাত
৪। কেটলী
৫। ক্যামেরা
৬। ক্রিকেট ব্যাট
৭। গাভী
৮। ঘুড়ি
৯। চাবি
১০। চাঁদ
১১। টিউব অয়েল
১২। টিফিন ক্যারিয়ার
১৩। তবলা
১৪। তারকা
১৫। নোঙর
১৬। পদ্ম ফুল
১৭। পাগড়ী
১৮। পান পাতা
১৯। ফুলের টব
২০। বক
২১। বাস
২২। বৈদ্যুতিক পাখা
২৩। মই
২৪। মোমবাতি
২৫। মোরগ
২৬। রেল ইঞ্জিন
২৭। সেলাই মেশিন
২৮। স্যুটকেস
২৯। হাতপাখা
৩০। হাতী

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সচিব ।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।